লেন। তাঁহার কেল্লা দরবেশেরা লইয়া সেই মুসলমান কন্যাকে উদ্ধার করিল। কেহ কেহ বলে কন্যার মা কন্যাকে লইয়া বাড়ী গেল। কাহারও কাহারও মতে মা তাহার কন্যাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। কারণ বুড়ি বলিল কাফেরদিগের স্পর্শমাত্রে তাহাকে কলুষিত করিয়াছে।

"রাজার ভাইপো এই সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন, মৃগয়ায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সকল অবগত হইয়া একদল হিন্দুবল সংগ্রহপূর্ব্বক মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দুইটী যুদ্ধ হইল। দুই যুদ্ধেই মুসলমানেরা জয়ী হইল। একটী যুদ্ধ বাসু নদীর ধারে হইয়াছিল। (এই বাসু নদী কাটোটির কাছে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে); দ্বিতীয়টী (এইটী শেষ যুদ্ধ) গাজীপুরের দিকে ঘটিয়াছিল। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দু অধ্যক্ষ নিহত হইলেন।—মসাউদ আহত হইলেন এবং সায়দ্‌রাজা নামে তাঁহার এক পুত্র হত হইল। মহম্মদ টোগলক এই যুদ্ধজয়ের কথা শুনিলেন; তখন রাজার সম্পত্তি সকল মসাউদকে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে মালিকউস সআদাদ্-গাজী (অর্থাৎ সায়দাধ্যক্ষ) এই উপাধি দিলেন; বিশ্বাসে রক্ষাকর্ত্তা (Champion of the Faith) মসাউদ তাঁহার এই উপাধি অনুসারে গাজীপুর সহর স্থাপন করিলেন। উক্ত গাজীর নাম হইতে গাজীপুর সহরের নাম গাজীপুর হইয়াছে। মুসলমানেরা বলেন,—৭৩০ হাজিরা বৎসরে অর্থাৎ ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে গাজীপুর স্থাপিত হইয়াছে।

"৭৫৪ হাজিরা বৎসরে মল্লিক উস সাআদাদ্ মসাউদ গাজী তাঁহার ছয় পুত্রকে তাঁহার সম্পত্তি প্রদান করিয়া কালকবলে পতিত হয়েন। তাহারা তাহাদের অধিকৃত ভূমি দখলে রাখিতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল, হিন্দুদিগের সহিত অষ্টপ্রহর দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে হইত; বিনা রক্তপাতে তাহাদের অধিকার বজায় রাখা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কালে তাহাদের কাছে অন্যান্য মুসলমান দল উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। এই মুসলমানেরা প্রধানতঃ সাদীকী গোষ্ঠীর সেখ্‌য়েরা ছিল। ইহাদের বংশধরেরা এখনও গাজীপুরের উত্তর ও পূর্ব্বদিকস্থ গ্রামসমূহ অধিকার করিয়া আছে।"

এই মান্ধাতার গল্পটী পারস্যভাষায় পারিবারিক ইতিবৃত্তে জঙ্গীপুরের মীর

আনাপুল্লা নামে এক ব্যক্তি ১১০৪ হাজিরাতে লিখিয়া গিয়াছেন।

গাজীপুরের উক্ত গল্প সম্বন্ধে ওল্ডহাম সাহেব বলেন যে মীর আমানুল্লার গল্পে অস্বাভাবিক অনেক থাকিতে পারে, সম্ভবতঃ ঔপন্যাসিক ঘটনাবলীও থাকিতে পারে, তত্রাচ তৎসমুদায় বাদ দিলে আমানুল্লার কাহিনীটী মূলতঃ ঐতিহাসিক হিসাবে যথার্থ।

যাহাহোক্ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বোক্ত মুসলমানদিগের ইতিবৃত্তটীকে প্রামাণিক বলিয়া ধরিতে গেলে বলিতে হইবে গাজীপুর সেদিনকার স্থাপিত। মুসলমানদিগের প্রধান ঐতিহাসিক ফিরিস্তা কিন্তু তাঁহার ইতিহাসান্তর্গত প্রাচীন ঘটনাবলীর মধ্যে কোথাও গাজীপুরের বিষয় উল্লেখ করেন নাই।—গাজীপুরের নাম বাবরের আত্মজীবনচরিতের মধ্যে মাঝে মাঝে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহোক মুসলমান ইতিবৃত্তের উপর স্থূলতঃ নির্ভর করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে গাজীপুর সেদিনকার স্থাপিত। মুসলমানেরা গাজীপুর স্থাপিত করিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের ইতিবৃত্তকে বিশেষরূপে বলপ্রদান করিবার জন্য গাজীপুরের মুসলমানগণেরা তাহার ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছে। সহরের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মহল্লা আছে, তাহাকে তাহারা সায়দওয়ারা (Sydwarrah) বলে; এবং সায়দরাজা এবং তাহার পিতার সমাধি স্তম্ভসমূহ এখনও সেখানে লোকে দেখাইয়া থাকে; মসাউদের পরিবারস্থ যে সকল অপরাপর ব্যক্তি হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল তাহাদিগের সমাধিস্তম্ভসমূহ, এবং তাঁহার বংশধরেরা যে সকল গ্রাম অধিকার করিয়া আছে, সেই সকল গ্রাম লোকে দেখাইয়া থাকে। সায়দ মসাউদ হইতে বংশাবলী—বংশতালিকা এখনও পর্য্যন্ত ঠিক রাখা হইয়াছে, এবং তাহা মিথ্যা গল্প বলিয়া একবারে অবিশ্বাস করিয়া যাইবার তেমন কোনও বিশেষ হেতুও নাই। গাজীপুরে এখনও পর্য্যন্ত উক্ত সায়দ মসাউদের সম্মানের জন্য একটী উৎসব পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সেই উৎসবের নাম গাজীমিয়ার উৎসব। ইহা কি মুসলমান কি হিন্দু সকল জাতীয় নিম্নশ্রেণীদিগের জন্য গাজীপুরের মধ্যে একটী প্রধান স্থানীয় পর্ব্বদিন। এই উৎসব সহরের উত্তরদিকস্থ বহির্ভাগসমূহে সম্পন্ন হয়। গাজীমিয়ার সমাধিস্তম্ভ মুক্ত প্রদেশে

(ময়দানে) নির্ম্মিত হইয়াছে। সাহেবেরা ইহা কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। মুসলমানদিগের কল্পনা হিন্দুদিগের কল্পনাকেও যেন পরাস্ত করে। মুসলমান-দিগের ন্যায় এমন আজগবি কল্পনাশক্তি আর অন্য কোন জাতির আছে কি না সন্দেহ; আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস তাহার সাক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছে।

গাজীপুর সম্বন্ধে কিন্তু হিন্দুরা বলেন যে ইহা প্রাচীন গাধিপুর ছিল। একথা অগ্রাহ্য করা যায় না। গাজীপুর জেলায় হিন্দু ক্ষত্রিয়েরা বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা যেমন হিন্দু ইতিবৃত্তেও বলে, সেইরূপ মুসলমান ইতিবৃত্তেও বলে।

গাজীপুরের যেমন মুসলমান কাহিনীটী পাঠক দেখিয়া আসিলেন সেইরূপ একটী আধুনিক হিন্দুদিগেরও কাহিনী আছে, তাহাতে মান্ধাতার উল্লেখ আছে কিন্তু গাজী নামের কোন উল্লেখ নাই। হিন্দুকাহিনী এইঃ—

মান্ধাতা দিল্লির অন্যতম শেষ অধিপতি পৃথ্বীরাজের সহোদর ভাই ছিলেন। ইঁহারই মহাব্যাধি হইয়াছিল। ইনি জগন্নাথ যাত্রাকালে যোসপুর * গ্রামের সমীপবর্ত্তী কুটুথ বা কাটোটি † নামক জলাশয়ের জলে দৈবক্রমে হাত ডুবাইয়াছিলেন। মান্ধাতা দেখিলেন যে তাঁহার হাত সারিয়া গিয়াছে এবং পরে-সমুদয় শরীরটী ডুবাইয়া তাঁহার মহাব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। তাঁহার আরোগ্যের জন্য, তিনি সেই জলাশয় সমীপবাসী পঞ্চব্রাহ্মণকে, একটা হাতি একদিনের মধ্যে যতখানি ভূমি ঘুরিয়া আসিতে পারে ততটা ভূমি দান করিয়াছিলেন। যোসপুর এবং কাটোটির মধ্যবর্ত্তী জলাশয়টী আজও পর্য্যন্ত উক্ত রোগগ্রস্ত লোকেরা ইহার

* এই যোসপুরে অনেক পুরাণো ধ্বংসাবশেষসমূহ দেখা যায় এবং ওয়ড্‌হাম সাহেব বলেন যে ইহা সম্ভবতঃ হিউয়েন সাঙ্‌য়ের উল্লিখিত মনাষ্টারির পার্শ্বেই অবস্থিত বলিয়া তাঁহার বোধ হয়।

† কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছিল বলিয়া সম্ভবতঃ 'কুটুথ' বা কটোটি নাম হইয়া থাকিবে।

রোগারোগ্যগুণ অবগতির জন্য দেখিতে যাইয়া থাকে। রাজা মান্ধাতার এই ইতিবৃত্তটী সাধারণতঃ গাজীপুর জেলার মধ্যে প্রচলিত ইতিবৃত্তের কাহিনী অবশ্যই মুসলমানের কাহিনী হইতে কিছু পৃথক। মুসলমান ইতিবৃত্তের কাহিনী পূর্ব্বেই বলা হইয়া আসিয়াছে। গাজীপুরকে যে হিন্দুরা গাধিরাজার স্থাপিত বলিয়া থাকে তাহা মুসলমানেরা কল্পিত বলিয়া মনে করেন তাঁহারা বলেন যে যদি বাস্তবিকই গাজীপুর হিন্দুদের গাধিপুর হইবে তাহা-হইলে প্রাচীন গাধিপুরের কোনরূপ ধ্বংসাবশেষ তো থাকিবে। কই তাহা কোথায়? বাস্তবিক গাজীপুরে সহজচক্ষে হিন্দুদিগের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন। হিন্দু কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ মুসলমানেরা দখল করিয়া তাঁহাদের নিজকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুর ধ্বংসাবশেষগুলি সমুদয় প্রায় খুব সম্ভবতঃ মুসলমানেরা নিজের করিয়া লইয়া তাহাদিগকে মুসল-মান স্থাপত্যে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি এখন তাহা হিন্দুর জিনিষ বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। মুসলমানদিগের এইরূপ কীর্ত্তির উদাহরণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। হিন্দুকীর্ত্তি সকল লইয়া মুসলমানেরা মুসল-মান কীর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছে। এবিষয়ে ইতিহাস স্পষ্টই সাক্ষ্য দিতেছে; পাঠক মাত্রেই জানেন কুতবমিনর হিন্দুকীর্ত্তি ছিল কুতবুদ্দিন তাহার উপর একটু যাবনিক আবরণ দিয়া যবনকীর্ত্তিতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। গাজীপু-রের বিখ্যাত ওল্ডহাম সাহেব বলেন যে নিজ গাজীপুর সহরের মধ্যে সম্প্রতি গাজীপুরের প্রতিষ্ঠাতা সায়দ গাজীর সমাধিস্তম্ভের পার্শ্বে যে একটী মুসলমান মসজীদ আছে তাহা নিঃসন্দেহ পূর্ব্বে হিন্দুদের নির্ম্মিত। জমানিয়া সহরের উত্তরাংশে নদীর নিকটে ওল্ডহাম সাহেব একটী বিস্তৃত প্রকাণ্ড কুঠি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই কুঠি হইতে তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খোদাইকরা প্রস্তরখণ্ড বাহির করাইয়াছিলেন—সেই সকল শিলাখণ্ড কতক নিকটবর্ত্তী বসতিবাটীর কাছে, কতক মসজীদের এলাকায় পড়িয়া আছে। সেই সকল শিলাখণ্ড সকল ওল্ডহাম সাহেব পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহাদের একটিতে প্রাচীন হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের স্বস্তিকা চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড সেরিং সাহেব বলেন যে পরগণা স্যাদিয়াবাদের অন্তর্গত কোন একটী প্রধান গ্রামে একটি বাড়ী পাওয়া যায়, তাহাও হিন্দুদিগের নির্ম্মিত বাকরাগখণ্ড নামক কোন

স্থানের হিন্দু নির্ম্মাণের তুল্য। এবং তাহা কালে বিখ্যাত মুসলমান পীর ও বীর মালিক মর্দ্দানের সমাধিস্তম্ভরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহার উপরে পাঁচটি স্তম্ভের যোগ দিয়া মুসলমানেরা তাহা মুসলমানদিগের সমাধি গৃহের ধাঁচে করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপে কত হিন্দু কীর্ত্তি বাহিরে মুসলমান ছদ্মবেশে মুসলমানকীর্ত্তিরূপে জন সাধারণের সমক্ষে বিরাজ করিতেছে। ইংরাজদিগের কৃপায় এক্ষণে আমাদের প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির সত্যতা উদ্ঘাটিত হইয়া যাইতেছে।

গাজীপুর জেলার চতুর্দ্দিকেই প্রাচীন আর্য্য হিন্দু কীর্ত্তি সমূহ বিরাজ করিতেছে এবং সে সমুদয় আমাদের প্রাচীন ভারতের আর্য্যদিগের সভ্যতা ও গৌরবের পরিচয় দিতেছে। ওল্ডহ্যাম সাহেব বলেন—"The country between Sydpoor and Buxar on both sides of the Ganges, though possibly not all cleared, was inhabited by a cultivated and civilzed people whose temples, columns, and sculptures still attest their former greatness." এই বক্সর ও সাদিয়াবাদের মধ্যে গাজীপুরও পড়িয়া যায়। গাজীপুরও হিন্দু কীর্ত্তিতে পূর্ণ ছিল। এখন আর তাহা সহজে জানিবার যো নাই, মুসলমানেরা হিন্দু কীর্ত্তি মুসলমানী ছদ্মবেশে আবৃত করিয়া নিজেদের করিয়া লইয়াছে। ওল্ডহ্যাম সাহেব বলেন, তিনি গাজীপুরের মুসলমান ছদ্মবেশের মধ্যে একস্থলে হিন্দু কীর্ত্তি ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলেন "নিজ গাজীপুর সহরের মধ্যে গাজীপুরের প্রতিষ্ঠাতা (মুসলমানদিগের মতে) সয়দগাজীর সমাধি স্তম্ভের পার্শ্বে একটী মসজিদ আছে, তাহা নিঃসন্দেহ হিন্দুর নির্ম্মিত"।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নব হিতোপদেশ।

প্রশংসামত্ততার ফল।

পথ দিয়ে চ'লে যায় একটি উন্দুরী
নালাপরে খেলা করে এক ছুচ্ছুন্দুরী ;
ছুচ্ছুন্দুরী উপহাসি কহিল তাহারে
"ম'রে যাই আহা মরি, যায় কি বাহারে
তোর মত দেখি নাই আমার উন্দুরী
ত্রিভুবনে কোথাও রে অমন সুন্দুরী,"
উন্দুরী আপন মনে যেতেছিল চ'লে
নিজের প্রশংসা শুনে গেল সে যে গ'লে ;
নিজ গৃহকাজ ভুলে ব'সে তার সনে
গল্প জুড়ে দিল খুব গদগদ মনে।
ছুচ্ছুন্দুরী বুঝে আরো মাতাইল তারে,
উন্দুরী ডুবিয়া গেল প্রশংসার ভারে।
এসুযোগে ছুচ্ছুন্দুরী হ'ল বহির্গত
উন্দুরীর ঘরে গিয়ে খাদ্য মনোমত
খেয়ে এল নিয়ে এল আপনার ঘরে,
উন্দুরীকে সেই সনে আতিথ্যও করে ;
উন্দুরী তখন উঠে কহে "আজ যাই
সুহৃদ তোমার মত দেখি নাই ভাই,
কাল ফের দেখা হবে আজ ফিরি ঘরে।"
এই ব'লে চ'লে গেল দ্রুতপদভরে ;
গিয়ে সেথা স্নানআদি করিয়া সম্পন্ন

খেতে যাবে, দেখ হায় ঘরে নাই অন্ন,
অন্ন সব চুরি ক'রে ল'য়ে গেছে কে যে
যতই ভাবিতে লাগে ব্যথা ওঠে বেজে।
পরক্ষণে একস্থানে গন্ধ পেয়ে ঘোর
ঠিক করে—"সেই মোর ছুচ্ছুন্দুরী চোর।
বুঝিয়াছি হাড়ে হাড়ে তার তস্করামি।
প্রশংসায় তার, মিছে ভুলেছিনু আমি,
আত্মপ্রশংসায় মাতি বুঝিয়াছি বেশ
অপকার হয় ঘোর—হিতউপদেশ।

রূপ ও গুণ।

(কাল জাম ও গোলাপ জাম)

জাম ও গোলাপ জাম ঝুলিতেছে গাছে,
জাম বলে "শোনো ভাই কথা এক আছে
তুমি ভাই গাছে যেন ক'রে আছ আলো
তোমার কেমন রূপ আমি ভাই কালো।"
কহিল গোলাপ জাম "ভাল তুমি গুণে,"
জামের জুড়ালো প্রাণ কথাটিরে শুনে।
কারো রূপ ভালো কারো গুণটিগো বেশ,
দুয়েরি আদর রেখো—হিত উপদেশ।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাংখ্যস্বরলিপি।

—০*****০—

কি শোভা।

রাগিণী মিশ্র অহং—তাল রূপক।

দেখিয়া এলেম সে কাননে
বসিয়া। কি শোভা সে আননে;
আঁখি যেন কুবলয়, আঁখিতে কি ছন্দ লয়
তাহা ভুলিবনা এ জীবনে।

চারিধার ফুলে আছে ছেয়ে
দেখিতেছে নদীতীরে চেয়ে
কি মাধুরী জাগে মুখে, হেরিছে মনের সুখে
তরীগুলি যায় দাঁড় বেয়ে।

গাহিতে গাহিতে দেয় তাল,
কেশে তার কুসুমের জাল
প্রাণ তার সুধাময় দেখে প্রাণ উথলয়
রক্তরাগে শোভে দুটি গাল।

কাছে তার নিকুঞ্জ নিলয়,
সুমধুর বহিছে মলয়
কত ফুল ফুটে গাছে ফুলরাশি তুলিয়াছে,
রচে মালা ফুলের বলয়।

কথা—শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর—শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তালি। ১ । ২ । ০ঃ (স্থা, অ, ভো)॥
মাত্রা। ২ । ২ । ৩ ॥

স্থাঃ II গা গা গা । রে রে । সা২ ।
স্থাঃ II দে খি য়া । এ প্রেম । সে ।

I সা রে গাই মাই । মপা২ পা২ । প্ ধা
I কা — — — । ন নে । ব

রে + রেই সাই । সা২ । + সা২ । মা মা২ ।
সি — — । য়া । — । কি গো ।

মাই গাই মাই গাই । পা পা । পা পা
ভা — — — । — সে । আ —

পাই গাই । গ ধা২ পা২ । II । গা গা গা ।
— — । ন নে । II । দে খি য়া ।

রে রে । সা২ । (অ)ঃ পা পা২ । গা২ । মা২ ।
এ প্রেম্ । সে । (অ)ঃ আঁ খি । যে । ন ।

পা পা২ । পা২ । পা২ । পা পা + পা ।
কু ব । ল । —য় । আঁ খি — ।

২ ২..

প্ সা ধা । সা + সা । সা সা সা ।
কে — । কি — । ছ — ল ।

২
ন্সা ধা । পা পা । পা ।
ন — । তা র্ন । ভূ. ।

পা৳ ধমা৳ পা । গা গা৳ মা৳ । রে রে ।
লি — — । ব — — । না এ ।

২...................... ২
গা পা ধা৳ সা৳ । সা৳ নি৳ সা ।
জী — — — । ব — — ।

ধা পা । (স্থা-পু):— গা গা পা ।
নে — । (স্থা-পু):— দে খি য়া ।

রে রে । সা২ । (ভো):— গা গা২ ।
এ লেম । সে । (ভো):— চা রি ।

রে২ । রে২ । গা পা২ । প ধা২ । গা২ ।
ধা । র । ফু লে । আ । ছে ।

২
মা পা২ । পা সা । নি ধা । পা পা
ছে য়ে । ব' সে । আ ছে । ন দী

+ পা২ মা২ । মা২ । গা২ । রে গা২ ।
— — । তী । রে । ঢে লে ।

+ গাঃ২ । + গাঃ২ । পা পা পা । পর্সা ধা ।
— । — । কি সা — । ধু — ।

২ ....
সাঃ২ । সা সাঃ২ । সাঃ১½ নিঃ১½ সা । সাঃ২ । সা. সাঃ২ ।
রী । জা গে । সু । খে । হে রি ।

২ ২ .... ২
সাঃ১½ নিঃ১½ সা । সাঃ২ । সা সাঃ২ । সা ন্‌সা । ধা পা ।
ছে — — । ম । নে র । সু খে । — — ।

পা পাঃ২ । প্‌ধাঃ১½ মাঃ১½ । মাঃ২ ।
ত রী । শু — । লি ।

২ ....
গাঃ৩ । গাঃ২ । রে গা । র্‌সাঃ৩ । + সাঃ২
যায় । দা । ড় বে । রে । —

২
সাঃ২ । গাঃ ।
— । দে ।

‘গাহিতে’ হইতে ‘ছুটী গান’ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় আভোগটী এবং ‘কাছেতার’ হইতে ‘ফুলের বলয়’ পর্য্যন্ত তৃতীয় আভোগটী প্রথম আভোগের মত গাহিতে হইবে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—— ——

BENGAL LIBRARY
MAR.

P/9 266
BENGAL LIBRARY
R 237
3/25/1900

পুণ্য।

—:*:—

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা।

এইবারে বর্ত্তমানে সাধারণত স্ত্রীবিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আলোচনার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা ভাল যে আমাদের মতে চরিত্র অন্তত কতকটা দৃঢ়তা ধারণ না করিলে বালিকা-দিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান উচিত নহে। আমরা বিশিষ্ট সূত্রে দুএকটী বিদ্যা-লয়ের কথা অবগত আছি এবং বলিতে পারি যে তথায় বালিকারা নানা অশ্লীল বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরাও তো এবিষয়ে যথেষ্টই ভুগিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে বালকেরা বিদ্যালয়ে নানা অশ্লীল বিষয় আলোচনা করে, এ অবস্থায় বালিকারা যে বিদ্যালয়ে অশ্লীল আলাচনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবে এরূপ আশা করা বড়ই বিড়ম্বনার কথা। যাই হোক, যখন আমাদের ক্ষুদ্র কথায় বালিকাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ বন্ধ হইবে না, তখন এবিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; ইহার পরিবর্ত্তে স্ত্রীবিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থারই আলোচনা করা যাউক।

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণই স্ত্রীবিদ্যালয়সমূহের মুখ্য লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যখন বর্ত্তমানে তাহার একমাত্র উপায়, তখন স্ত্রীবিদ্যালয়সমূহেও যে অন্যান্য পুরুষবিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষা প্রচলিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। আশৈশব পাঠগুলি কণ্ঠস্থ করান অথবা কণ্ঠরোধ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ছাত্রদিগকে বধ করাই এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর একটী প্রধান নিয়ম। শিশুকে কথ শিখিতে হইবে, তাহাও যে যতশীঘ্র কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে, সেই তত আদর্শ ছাত্র হইবে; শিশুদিগের জন্য পাশ্চাত্য প্রদেশে যে Kingdergarten নামক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও অনেকাংশে যে উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা প্রবর্ত্তিত করিলে শিশুদের শিক্ষা দৃঢ়ভিত্তির উপরে অধিকতর স্থাপিত হইলেও তাহা সমাপ্ত হইবার পক্ষে কিঞ্চিৎ বিলম্বের সম্ভাবনা বলিয়া আজও এই প্রাণালী কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কোন দেশীয় বিদ্যালয়েই অবলম্বিত হয় নাই। বিদ্যালয়ে আগা অবধি গোড়া পর্য্যন্ত কেবল কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা। এই কঠোর কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া যে ছাত্র সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন এবং যদি দৈবক্রমে তাঁহার শরীর ধ্বংসাবশেষ গৌড় নগরের ন্যায় কঙ্কালাবশেষ না হইল, তবেই তিনি যে শীঘ্রই একটী চাকরী জুটাইয়া বড়লোক হইতে পারিবেন, তাঁহার পিতামাতার মনে এপ্রকার আশা হওয়া স্বাভাবিক। পুরুষেরা যেন পরিবার প্রতিপালনের দায়ে পড়িয়া এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করে। কিন্তু মেয়েদের এই ব্যবস্থা স্বীকার করিবার কারণ মাত্র আত্মাভিমানের পরিতৃপ্তি। এই শস্যশ্যামল বঙ্গদেশে, আতিথেয়তানিপুণ ভারতবর্ষে, যেখানে ভিক্ষা করিলে জীবনধারণের ভাবনা থাকে না, এবং যেখানে কোন গৃহস্থ ব্যক্তিই আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে প্রতিপালন করিতে কখনই কাতর হয় না, সেখানে স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করা কেবল বাতুলতা নহে, তাহা পাপ এবং সেই পাপের ফল তাহাদিগের সন্তানেরাও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিয়া থাকে। তবে ব্যতিরেকস্থলে যে সকল স্ত্রীলোকের ভরণপোষণ করিবার মত আত্মীয়স্বজন কেহ নাই, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র—তাহাদিগের পক্ষে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা মন্দের ভাল। পুরুষদিগের পক্ষে পরীক্ষার

প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই ভাল, তবে যাহাতে কেবল কতকগুলি বিষয় মন্ত্রের ন্যায় কণ্ঠস্থ না করিয়া ছাত্রেরা নিজেদের বুদ্ধির পরিচালনা ভালরূপ করিতে পারে, তাহার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন প্রভৃতি শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনকালে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মাত্রই অনিষ্টকর বলিয়া আমাদিগের ধারণা। সকলের সহিত মৈত্রীই মাতৃত্বের একটি প্রধান উপকরণ এবং স্ত্রীলোকের একটী প্রধান অলঙ্কার। কিন্তু প্রচলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শিক্ষাপ্রণালীর ফলে ছাত্রীগণ সহপাঠিদের উপর জয়লাভেচ্ছায় নিজেদের মনকে অনুদার ও নীচরূপে পরিণত করিয়া মৈত্রীর মূলে কুঠারাঘাত করে। এই কারণে Kindergraten প্রণালী-প্রবর্ত্তক শৈশব হইতেই এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি করেন। আমার স্মরণ হইতেছে, বিলাতী কোন পত্রে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই এবং সকলের প্রতি সমান যত্ন পরিদর্শিত হয়, এইরূপ উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডীয় কোন সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীবিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতার প্রধান স্ত্রীবিদ্যালয় বিটন কলেজেও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পুরস্কারুরূপ পাশের উপযোগী শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে। তাহার ফলে ছাত্রীদিগের কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকারই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। গত দুই বৎসর যাবৎ (১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খৃঃ অঃ) আমি বিটন কলেজের পারিতোষিক বিতরণক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি উপলব্ধি করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে আমাকে এবং আমার ন্যায় আরও অনেককে হতাশহৃদয়ে গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল। প্রথম বৎসরেও গিয়া শুনিলাম যে কুমারী অমুকী ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম হইয়াছেন বলিয়া অমুক পুরস্কার পাইলেন; অমুকী রচনায় প্রথম হইয়াছেন বলিয়া অমুক পুরস্কার পাইলেন, অমুকী পশমের সেলাইবিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিলেন এবং অমুকী চিত্রবিদ্যায় পুরস্কার পাইলেন। উহারই মধ্যে হয়তো কোন ছাত্রী দুইতিনটী বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পাইলেন, আর অমনি চারিধার হইতে করতালিধ্বনি পড়িয়া তাঁহার আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত করিল এবং করতালিদাতাগণও স্ত্রীশিক্ষার নাজানি কতই উৎসাহ দিতেছেন ভাবিয়া আত্মতৃপ্ত হইলেন—যেন সেই করতালির

বলেই স্ত্রীশিক্ষা উন্নতির পথে সহস্র পদ অগ্রসর হইবে—কি ভ্রান্তি! দ্বিতীয় বৎসরেও গিয়া প্রথম বৎসরের ন্যায় সমস্তই দেখিলাম শুনিলাম, কেবল পারিতোষিকপ্রাপ্ত ছাত্রীগণের নামে প্রভেদ দেখিলাম মাত্র। যে সকল বিষয়ে পারিতোষিক পাইবার ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহার মধ্যে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ উন্নতিবিধায়ক চিত্র এবং স্ত্রীলোকের প্রত্যক্ষ উপকারপ্রদ সেলাইয়ের সন্নিবেশ ছিল; কিন্তু এই চিত্র বিশেষ উচ্চশ্রেণীর অঙ্কিত হয় না এবং সীবনকার্য্য পশমের জুতা প্রভৃতি কতকগুলি ফুলবাবুর উপযুক্ত কার্য্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। গার্হস্থ্য সুখশান্তির অনুকূল, মাতৃত্বের অনুকূল কোন কার্য্যেরই জন্য একটীও পারিতোষিকের ব্যবস্থা দেখিলাম না। বর্ত্তমানে যে প্রবল গার্হস্থ্য অশান্তিঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীই কি তাহার নিমিত্ত অনেকটাই দায়ী নহে? আমি এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর কুফলের নিমিত্ত বিটন-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী অথবা শিক্ষকদিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করিতেছি, এরূপ কেহ যেন না মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বিটন-বিদ্যালয় সাদরে গ্রহণ করিয়াই এরূপ বিপথে পদার্পণ করিতেছে, ইহাই আমাদের বক্তব্য। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার প্রধানত বিজ্ঞানাঙ্ক সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতেই এই ঘটনা সংঘটিত হইতে পারিয়াছে।

পারিতোষিক বিতরণের সভার ব্যবস্থা দেখিয়াও দুঃখেশোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। প্রথমত, সভাপতিপদে বরিত হইলেন একটী ইংরাজ। তিনি পারিতোষিক বিতরণের পর ইংরাজীতে স্ত্রীশিক্ষার এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদের প্রশংসাসূচক দুই চারিটী কথা বলিয়াই উপসংহার করিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যতীত সে বক্তৃতার মর্য্যাদা কেহই বুঝিতে পারিল না। এ অবস্থায় ইংরাজ সভাপতির দ্বারা যে কি সুফল হয়, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ন্যায় কোন স্বদেশীয় ব্যক্তিকে সভাপতি করিলে এবং তিনি মাতৃভাষায় কিছু উপদেশ প্রদান করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা থাকিত। তিনি বলিতে পারিতেন যে কি উপায়ে বিদ্যালয়ের পঠিত বিদ্যা আমাদের সংসারের, ছাত্রীদের মাতৃত্বের অনুকূল করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উচ্চপদস্থ ইংরাজেরা আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাবিষয়ে কিছুতেই এতদূর অভিজ্ঞ হইতে

পারেন না, যাহাতে তিনি আমাদের সংসারের পক্ষে, আমাদের গা[illegible] পক্ষে ছাত্রীদের পঠিত বিদ্যার উপযোগিতা বিষয়ে প্রত্যক্ষ উপকারপ্রদ [illegible] কোন উপদেশ দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সভাস্থলে যে সঙ্গীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে তাহা মাতৃত্বের প্রত্যক্ষ প্রতিকূলতা যদি বা না করে, অনুকূল তো কিছুতেই নহে। প্রথম বৎসরে কয়েকটী বালিকা ছাত্রী নদী, সমীরণ প্রভৃতি সাজিয়া কথোপকথনে একটী সঙ্গীত করিয়াছিল। এই সঙ্গীত আমার সম্পূর্ণ স্মরণ নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিলাম না। কিন্তু তৎসঙ্গে বালিকাগণ অল্পবয়স্কা হইলেও যেরূপ নৃত্যের সহিত সেই গান করিয়াছিল, তাহা মাতৃত্বের সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং সুতরাং সম্পূর্ণ আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচনা করি। একেতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে সাধারণতঃ সকল বিদ্যালয়েই ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে, এবং স্ত্রীবিদ্যালয়েও তাহার কোন বিধান নাই, ইহাতে যে ক্ষতি হইতেছে তাহা অকথ্য; তাহার উপর বহুসংখ্যক পরিচিত অপরিচিত সমাগত স্ত্রীপুরুষের মধ্যস্থলে আসিয়া বিলাতী ক্ষুরওয়ালা জুতার খুটখুটে পদক্ষেপে নৃত্য করিতে উপদেশ দিয়া ছোট ছোট বালিকাদিগকে প্রথম হইতে হ্রীহীন করিয়া তোলা কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। বালিকারা আশৈশব এইরূপ শিক্ষা পাইতে থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের গার্হস্থ্যভাবের প্রতি কতটা আস্থা রাখা যাইতে পারে, তাহা বলা বড়ই কঠিন।

দ্বিতীয় বৎসরেও কতকগুলি সঙ্গীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে আমি প্রথম গানটী উদ্ধৃত করিতেছি,—

হের পিয়রে শোভারাশি
চল উধাও উঠে ভাসি
নব হরষে পরকাশি॥

অন্তর উঠে গুঞ্জরি'
সুন্দর রসে মুঞ্জরি'
অম্বরে চল সন্তরি'

অঙ্ক আয়াস নাশি॥

জাগ্রত ভুবন গর্ব্বিত স্বপন
উন্মাদ পবন বাম্পন
আজি আরাধনা বিচিত্র সাধনা
অখিল চেতনা-কম্পন।

ঝঙ্কারি মহাসঙ্গীতে
ঘর্ঘরি রথ ভঙ্গিতে
টঙ্কারি ছুটি লঙ্ঘিতে
অমর পুরবাসী॥

এই গানের ভিতরে ভাব অপেক্ষা কতকগুলি অক্ষরেরই সংযোজনা দৃষ্ট হয়। আর যেটুকু ভাব আছে, তাহাও রমণীপ্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এরূপ স্পর্দ্ধাসূচক গান গাহিতে বোধ হয় আমরাই সঙ্কুচিত হই, কিন্তু বিটনকলেজের ছাত্রীদিগের কোমল মুখ হইতে অনায়াসেই তাহা বাহির হইল। শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকটে এই গান যে রমণীপ্রকৃতির সহিত কিছুমাত্র বিসদৃশ লাগে নাই তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, কারণ তাঁহারাও ঐরূপ স্পর্দ্ধাসূচক আত্মাভিমানের মধ্যে শিক্ষিত হইয়া তবে শিক্ষয়িত্রীপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং অনেকটা অজ্ঞানবশত ছাত্রীদিগকেও সেইভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন। আমরা বারম্বার বলিতেছি যে ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ দোষ নাই, শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই এরূপ কুশিক্ষা ঘটিবেই—শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন না করিলে, শিক্ষা-প্রণালীকে মাতৃত্ববিকাশের উপযুক্ত না করিলে আর ছাত্রীদিগের রক্ষা নাই। আমরা বিশেষভাবে অবগত আছি যে এইরূপ কুশিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও সময়ে সময়ে ছাত্রীদিগের রমণীপ্রকৃতি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হয় এবং ইহা অল্প সুখের বিষয় নহে। সকলে জানেন যে বিটনকলেজের সহিত একটী ছাত্রী-নিবাস সংলগ্ন আছে। তথায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এক একটী বয়স্কা ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীদের অনুমত্যনুসারে অন্যান্য অল্পবয়স্কা ছাত্রীদিগের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হয়েন এবং মধ্যে মধ্যে সকলে মিলিত হইয়া রন্ধনাদি করেন। এই বিষয়টী পারিতোষিক বিতরণস্থলে উল্লিখিত হয় নাই, কারণ ইহা অতি

ছোট (!) কথা।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মাতৃত্বপ্রতিকূল এই শিক্ষাপ্রণালী যে কেবল দেশীয় স্ত্রীবিদ্যালয়েই চলিতেছে তাহা নহে; লোরেটো হাউস প্রভৃতি ইউরোপীয় রমণীপরিচালিত স্ত্রীবিদ্যালয়েও ইহাই প্রচলিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু শেষোক্ত বিদ্যালয়সমূহে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক বিদ্যাসমূহের এতদূর চর্চ্চা হয় এবং ইউরোপীয়দিগের গৃহের উপযুক্ত জীবন কার্য্যের এতদূর উচ্চদরের শিক্ষা প্রদত্ত হয় যে তাহার ফলে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর কুফল আংশিক কাটিয়া যায়। তথাপি মোটের উপর এই শিক্ষাপ্রণালীর ফল সর্ব্বত্রই সমান। ইহার ফলে আমরা দেখি যে অধিকাংশ ছাত্রীই সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন লইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে না এবং ইহারই কারণে তাহারা নিজেও যথেষ্ট বিপদ ও অনুতাপ সহ্য করে, তৎসঙ্গে তাহাদিগের আত্মীয়স্বজনেরাও দুঃখকষ্ট পান। এই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে আমাদের দেশে "পাশ" রোগ নামক একটী দুঃসাধ্য রোগ বিলাত হইতে আমদানী হইয়া দেশের বল ও তেজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। এই "পাশ" রোগের অত্যাচারে ছাত্রাদিগের দেহমন জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তবুও পিতামাতারা যে ইহা হইতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহাদেরও যে ইহাতে সম্পূর্ণ দোষ তাহা বলিতে পারি না। যেমন পৃথিবীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ সকল কালবশে আসে এবং কেহই সহজে তাহাদের হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ বর্ত্তমানকালে এই পাশরোগ আসিয়াছে—ধর্ম্মের বল, মনের দৃঢ়তা না থাকিলে ইহার হাত এড়ান কাহার সাধ্য। কিন্তু আর ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; অনিষ্ট যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন ধর্ম্মসহায় হইয়া, ঋষিবাক্য অনুসরণ করিয়া ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বহুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা রমণীগণের অধিকাংশই সরলভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। তাহার কারণ, তাঁহারা পরীক্ষার জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া ঝুঁকিয়া অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হয়েন এবং প্রচলিত সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ, সুতরাং উপহাসের কারণ ভাবিয়া কোন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম করিতে চান না। আমরা ভাবিতাম যে কেবল আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীবিদ্যালয়েরই বুঝি এই ফল ফলিয়াছে। এখন দেখিতেছি তাহা

নহে, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্ত্রীশিক্ষার ইহাই সার্ব্বভৌমিক ফল। হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার "শিক্ষা" পুস্তকে পাশ্চাত্য স্ত্রীবিদ্যালয়ের এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া তাহার ফল বলিতেছেন "দুর্ব্বলতা, পাণ্ডুবর্ণ, স্ফূর্ত্তির অভাব এবং সাধারণত অস্বাস্থ্য"। কেবল ইহাই নহে, তিনি আরও বলেন যে বৎসর দুই বিদ্যালয়ে থাকিলেই এই সুন্দর শিক্ষাপ্রণালীর পেষণযন্ত্রে পড়িয়া শতকরা একশতজন কুব্জ হইয়া পড়ে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। * শিক্ষিতাগণ যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন যে এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে তাঁহাদের যাহা কিছু রোগ হইবে, তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহাদের সন্তানগণের উপর নামিবে না। হার্বার্ট স্পেন্সর একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন। স্পেন্সর আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে পুত্রেরা এই পেষণযন্ত্রে যত না কষ্ট পায়, কন্যাদিগের ততোধিক কষ্ট পাওয়া সম্ভব। † এই সকল দৃষ্টান্ত ও উপদেশ সত্ত্বেও যদি পুত্রকন্যাগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে কুণ্ঠিত না হয়েন এবং পিতামাতা যদি মোহবশত সেই পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হওয়াকেই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করেন, তবে আর আশা কোথায়? শীঘ্রই এক ভয়ানক সর্ব্বনাশ আসিয়া পাছে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা হয়। যে শিক্ষার বলে মানুষকে দেবতা করে, সেই শিক্ষার ফলে রোগ-আনয়ন হইতেই পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মানবজীবনের পূর্ণতাসাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া, হার্বার্ট স্পেন্সর এই কথা ঠিকই বলিয়াছেন। ‡

---

* Education, Cheap Edition, PP. 159-60

† On women the effects of this forming system are, if possible, even mere injurious than on men. Being in great measure debarred from those vigorous and enjoyable exercises of body by which boys mitigate the evils of excessive study, girls feel these evils in their full intensity. ibid P. 168

‡ To prepare us for complete living is the function which education has to discharge.

এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভের উদ্দেশ্য স্মৃতিশক্তির ভারবাহী জন্তু অথবা এক খানি অভিধান মাত্র হওয়া নহে। তোমার খুব স্মৃতিশক্তি রহিল, অনেক-বিষয় তোমার কণ্ঠস্থ রহিল, তাহাতে তোমার নিজেরই এমন বিশেষ এল গেল কি, আর জগতেরই বা তাহাতে এল গেল কি? তুমি যদি নিজেও শিক্ষাদোষে রুগ্নশরীর লইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারিলে না এবং অপরে-রও সুখে জীবনযাপন করিবার সহায় হইতে পারিলে না, তবে তোমার এ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ফল কি এবং শিক্ষার সাফল্যই বা হইল কোথায়? হার্বার্ট স্পেন্সরের মতে যতদূর বুঝা যায়, নিজের সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা এবং অপরের তদ্বিষয়ে সহায় হওয়া, এই দুইটীই জীবনের পূর্ণতাসাধনের প্রধান উপাদান, এবং আমরাও তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সায় দিতেছি। অবশ্য "সুখ" কথাটী সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। স্পেন্সর "Happiness" কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন; * আমাদের বোধ হয়, ইহার প্রতিশব্দে উপনিষদের ভাষায় "আনন্দ" শব্দ ব্যবহার করিলে সঙ্গত হয়। স্ত্রীলোকের মাতৃত্বেই জীবনের পূর্ণতাসাধন হয়—ইহারই মধ্যে তাহাদের নিজের আনন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ও তদ্বিষয়ে অপরের সহায় হওয়া, এই উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই আনন্দের মূল কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা স্পেন্সরের নিকট প্রাপ্ত হই না। উপনিষদের নিকটে আমরা এই মহান প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর অতি স্পষ্টভাষায় প্রাপ্ত হই—উপনিষদ বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন—আনন্দং বৈ ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ। আনন্দকে মূলভিত্তি করিয়া জীবনযাপন করিতে গেলে দেখিতে পাই যে মূলে ব্রহ্মকেই ভিত্তি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তবেই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতেছি যে জীবনের পূর্ণতাসাধন অথবা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যসাধন করিতে ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মবিদ্যালাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কারণ ব্রহ্মবিদ্যায় সম্পূর্ণ

---

* Education, Cheap Ed. P 7

অজ্ঞ থাকিলে ব্রহ্মকে জীবনের কেন্দ্ররূপে অবলম্বন করা যায় না। রমণীর মাতৃত্বেরও উপাদান আনন্দ, সুতরাং তাহারও অবলম্বনভূমি এই "আনন্দং বৈ ব্রহ্ম।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্রহ্মবিদ্যালাভ। ব্রহ্মবিদ্যালাভে ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিলে পুরুষের পিতৃত্ব ও রমণীর মাতৃত্ব স্বভাবতই পরিস্ফুট হইবে। সকল বিদ্যাই যে সেই প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় ব্রহ্মেরই দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে, ঋষিরা তাহা বুঝিয়া বলিলেন যে "ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা" এবং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মচর্য্যের বলে বলীয়ান ও পরিশুদ্ধ থাকিয়া তাঁহারই পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরাও বলি যে, ঋষিপ্রদর্শিত এই বিশুদ্ধ পথে চলিলে পুরুষের পিতৃত্ব ও রমণীর মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। মঙ্গলময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আবার ভারতে সেই পুরাতন ব্রহ্মচর্য্যের যুগ ফিরিয়া আসুক।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে ইংলণ্ডের অন্যতম জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ রসকিনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অংশের উপসংহার করিব—তিনি অনেকটা আর্য্যভাবের প্রতি অগ্রসর হইয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি মহাত্মাগণ পাশ্চাত্যপ্রথানুসারে দার্ষ্টান্তিক বা বৈজ্ঞানিক (Inductive or Scientific method) প্রণালী অনুসরণ করিয়া মূলত যেরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, ধর্ম্মপ্রবণ রসকিন আর্য্যপ্রথানুসারে আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া অবরোহ প্রণালী (Deductive method) অনুসরণ করিয়া সেই একই শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়। তিনি হৃদয়ের সরল ভাষায় বলিয়াছেন যে "যে শিক্ষার ফলে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের কর্ম্ম বুঝিয়া সাহায্য করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই তাহাদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই শিক্ষাও আবার হৃদয়ের কোমলভাষায় অতি কোমলভাবে দিতে হইবে। * * * নানা শাস্ত্রের অভিধান হইবার অপেক্ষা যাহাতে স্ত্রীলোকেরা সাময়িক দুঃখবিপদের সহিত সহানুভূতি করিবার শিক্ষা পায় এবং জগদীশ্বরের বিশ্বজগতের নিকট এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকরত্ব যাহাতে উপলব্ধি করিয়া জগতের অধিবাসীমাত্রেরই উপর প্রীতি সমভাবে বিস্তৃত করিতে পারে,—যাহাতে সকলেরই দুঃখমোচনের জন্য ভগবানের নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিবার

শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শিক্ষাই স্ত্রীলোকের পক্ষে উপাদেয়। " *

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

* "All such knowledge should be given to her as may enable her to understand, and even to aid, the work of men and yet it should be given, not as knowledge,—not as if it could be for her an object to know; but only to feel, and to judge. * * * It is of no moment, as a matter of pride or perfectness in herself, whether she knows many languages or one; * * * it is of no moment to her own worth or dignity that she should be acquainted with this science or that; * * it is of little consequence how many positions of cities she knows, or how many dates of events, or names of celebrated persons—it is not the object of education to turn the woman into a dictionary. * * * But, chiefly of all, she is to be taught to extend the limits of her sympathy, with respect to that history which is being for ever determined as the moments pass, in which she draws her peaceful breath, and to the contemporary calamity, which, were it but rightly mourned by her, would recur no more hereafter. * * * She is to be taught somewhat to understand the nothingness of the proportion which that little world in which she lives and loves, bears to the world in which God lives and loves:—and solemnly she is to be taught to strive that her thoughts of piety may not be feeble in proportion to the number they embrace, nor

ডাক্তার বার্ণাডো।

—:o:o*o:o:—

ষ্টেপ্‌নি, লণ্ডনের এক অংশ—কোন কারণে বিশেষ বিখ্যাত নহে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে একজন নূতন ডাক্তার ষ্টেপ্‌নিতে ব্যবসা করিবার জন্য বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার চেহারাতে স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় যে তিনি একজন সামান্য লোক, লক্ষ্মীদেবী তখনও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন নাই, কিন্তু যুবকের মুখে জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত ছিল। উন্নতির চেষ্টা যুবকের মনে দৃঢ়তর। গরীবের বন্ধু চিরকালই সংখ্যায় বড় কম কিন্তু তাঁহারা সহৃদয় শুভকাঙ্ক্ষী ও অপ্রত্যাশী। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ডাক্তার আপনার পসার ধীরে ধীরে বাড়াইতে লাগিলেন,—ক্রমে ক্রমে পাড়া প্রতিবাসীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল। যুবক অবিবাহিত, নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বন্ধুদের সঙ্গে সদালাপে ও আমোদে দিনপাত করিতেন। তিনি গম্ভীর, ভাবুক ও সদাই চিন্তায় মগ্ন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চিন্তা এতই গভীর হইতে লাগিল যে বন্ধুগণ তাহা অপছন্দ করিলেন। যুবকের মনে পূর্ব্ববৎ আনন্দ নাই, সদাই ব্যস্ত, মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আননে কখনও প্রফুল্লতার আভা, অধরে হাসির রেখা, পরমুহূর্ত্তে আবার বিষাদে আচ্ছন্ন, তথাপি যেন হতাশের অন্ধকারে প্রতিজ্ঞা নিষ্প্রভ নয়। বন্ধুগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বে কোন উত্তর পান নাই কিন্তু কিছু কাল পরে ডাক্তার বার্ণাডো এক দিন সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। দেশে দারিদ্র্য প্রতিদিন ঘোরতর আকার ধারণ করিতেছে—এক দিকে ধনের সীমা নাই, বড়লোকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অতুল ঐশ্বর্য্য নষ্ট

...an prayer more languid than it is for the momentary relief
...m pain of her husband or her child, when it is uttered for
...e multitudes of those who have none to love them,—and
... "for all who are desolate and oppressed."

করিতেছে অপরদিকে গরীবের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সকলের সমান স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। দেশে গরীবের সাহায্যের জন্য অনেক সম্প্রদায় আছে, অনেক দয়ালু অনেক দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতেও ক্ষুধা মিটে না; দুর্ভিক্ষ প্রকোপে রাজত্ব করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট দেশের সর্ব্বত্র work-shop করিয়াছেন, কিন্তু দৈব বিপাকে যদি ভদ্র লোক কোন দিন অর্থশূন্য হয় তখন work-shop এ সকল প্রকার লোকের সঙ্গে বাস করিতে তাঁহারা লজ্জিত। কর্ম্মিষ্ঠ গরীবেরাও সহজে সেখানে যাইতে চাহেনা—অবিশ্রান্ত কষ্ট সহ্য করিবে কিন্তু প্রাণ থাকিতে সেখানে যাইবে না। তাহাদের প্রধান আপত্তি এই যে অনেকগুলি work-shop এ আজ কাল মাদক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়তঃ সেখানে নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাস করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন আপত্তি থাকিবার কারণ নাই। সেখানে উত্তম অট্টালিকায় দেশের স্ত্রী পুরুষ সকল অর্থহীন ব্যক্তিই আশ্রয় পাইতে পারে। সারাদিনে যৎসামান্য কাজ করিতে হয়। কিন্তু ডাক্তার বার্ণাডো দেখিলেন যে সেখানে শিশুদিগের উদ্ধারের কোন চেষ্টা হয় না। কত শত শিশু মারাত্মক রোগে বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছে; এবং কতশত লোকে প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় সঙ্গীহীন, অর্থহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর দুর্গম পথে যাহারা সঙ্গীহীন ও অনাথ, দিনান্তে যাহাদের অন্ন যোটেনা, ক্ষুধায় ছট ফট করে, দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিবে কে? দেশে আইন অনুসারে ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ,—প্রকৃতির এই বিচিত্র কাননে তাহাদের আশ্রয় নাই। গ্রীষ্মে, ভয়ঙ্কর শীতে, বরফে, তাহাদিগের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, কিন্তু কে কাহার সন্ধান রাখে? সবাই ব্যস্ত—যেন কি মহা মেলা লাগিয়াছে—সকলে নিনাদ করিয়া চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া বিভিন্ন দিকে ছুটিতেছে। কত পিতৃমাতৃহীন সদ্যোজাত শিশু রাস্তায় বা মাঠে শীতে ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহাদের লালন করিবার কেহ নাই। কি শোচনীয়! প্রতিদিন এইরূপে কত শত বালক বালিকা দুঃখ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য প্রাণ দিতেছে এবং কত শত বালক বালিকা কুসঙ্গে পড়িয়া

চরিত্র হারাইতেছে, তাহাদের সংশোধন করিবার কেহ নাই। ভবিষ্যৎ কি তমসাচ্ছন্ন। পৃথিবীর অধিবাসীরা সাহায্য না পাইলে, উৎসাহ না পাইলে, শিক্ষা বিনা পৃথিবীকে ক্রমে বাসের অযোগ্য করিবে। যাহারা দেশের স্তম্ভ, যাহারা আমাদের উত্তরাধিকারী আমরা যদি তাহাদিগের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা না করি, সতর্ক না হই, আমাদের নাম লুপ্ত হইবে, দেশের পতন হইবে। এই সকল চিন্তায় বার্ণাডো বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা এই সকল সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্য করেন, সকলকে সেবা করিয়া পরম আনন্দ ভোগ করেন। ইংলণ্ড এখন সমগ্র সভ্য জগতের অগ্রগণ্য কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আরও উন্নতি হয় তাহার জন্য উপায় করিয়া রাখেন। তাঁহার ইচ্ছা শত শত নিরাশ্রয় শিশুকে নিজের কোলে আশ্রয় দেন, পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগকে পালন করেন, ও রুগ্নের সেবা করেন। তাঁহার মনে মহৎ সঙ্কল্প কিন্তু ক্ষমতা অল্প। নিজে সামান্য লোক, সামান্য ব্যবসায়ী, দেশে তাঁহার নাম নাই, অর্থও নাই। কিন্তু তাঁহার মনে প্রতিজ্ঞা প্রতিদিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল; কখন কখন স্বপ্নে শিশুদের সেবা করিয়া প্রফুল্ল হইতেছিলেন। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার অভিপ্রায়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুভক্ষণে কোন বড়ঘরে তাঁহার বিবাহ হইল। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর শুভ ইচ্ছায় চমৎকৃত হইয়া তাঁহার সমস্ত ধন স্বামীর হস্তে ন্যস্ত করিলেন। দেশের অনেকে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল। কেহ বা অর্থ দিয়া কেহ বা শরীর দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল।

আজ বিলাতে চারিদিকে ডাক্তার বার্ণাডো কত আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আশ্রমের দ্বার দিবারাত্র উন্মুক্ত। ঝড়ে বৃষ্টিতে ডাক্তার বার্ণাডো (আজকাল বৃদ্ধ হইয়াছেন) কর্ম্মচারী লইয়া পথে মাঠে ছুটিয়া বেড়ান, কেবল ক্লিষ্ট শিশু উদ্ধারই বাসনা। লোক পরম্পরায় শুনিয়া কত বালক বালিকা প্রতিদিন আশ্রমে সমাগত হয়। তাঁহার আশ্রমগুলিতে সকল প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন আছে—ক্ষুধিতকে আহার দেওয়া হয়, সহৃদয়া নারীগণ রুগ্নদের সেবা করেন। প্রথমে উপযুক্ত পরিচর্য্যা করিয়া পরে শিশুদের অভিভাবক-

দিগের অনুসন্ধান করেন। অভিভাবক থাকিলে তাঁহাদের শিশুদের ফিরিয়া লইতে বাধ্য করেন নচেৎ নিজেই তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করেন। কত নবজাত শিশু যাহারা একদিন কোন রাস্তায় বা গলিতে মাতৃহীন হইয়া পড়িয়াছিল আজ তাহারা বার্ণাডোর আশ্রমে লালিত হইতেছে। কত খঞ্জ বা অন্ধ অথবা কোন প্রকারে আজীবন ভগ্নদেহ বালক বালিকা তাঁহার আশ্রমে পরম প্রফুল্ল। চিররুগ্ন শিশুদিগের চিত্তবিনোদনার্থ ডাক্তার বার্ণাডো কত উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি সকলকে সন্তুষ্ট দেখিলে নিজে সন্তুষ্ট হন। তাঁহার আশ্রমে সকলে আশ্রয় ও শিক্ষা পায়। শিক্ষাই সমাজে সকলকে ছোট বড় করে, অবস্থার তারতম্য করে। ধনী হইলেই সকলে সন্তুষ্ট হয় না, অনেক স্থলে বিপদে পড়িতে হয়। তিনি সকলের শিক্ষা, চরিত্র ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। গভর্ণমেণ্টের অনেক work-shop এ এখনও সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই, খৃষ্টোৎসবের দিন মাত্রা কিছু বাড়ে। কিন্তু ডাক্তার বার্ণাডোর আশ্রমে সুরাপান নাই। সুরা-আস্বাদনে পরম ধার্ম্মিক মহাপাতকী হয়। সুরাসংশ্লিষ্ট হইয়া অতি উচ্চপদস্থ হইয়াও মনুষ্য সহসা সমাজের নিম্ন স্তরে পতিত হয়, ধনীও রিক্তহস্ত হয়; অতিউচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত লোকও সুরাদেবীর সংস্পর্শে জ্ঞানশূন্য পশুর ন্যায় আচরণ করে। সুরার প্রকোপে দেশে পাপ, অরাজকতা ও মোহ সঞ্চরণ করে। ডাক্তার বার্ণাডোর আশ্রমের কেহ সুরা স্পর্শ করিতে পারে না।

ডাক্তার বার্ণাডো যে সকল সদ্যোজাত শিশুদিগকে উদ্ধার করেন ৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করেন। ডাক্তার বার্ণাডোর আশ্রমগুলিতে সহস্রাধিক বালক বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। কিন্তু চিরদিন সকলকে প্রতিপালন করা যায় না। ইহাতে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। বয়স বৃদ্ধির সহিত বালক বালিকাদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত। একদল বালক বালিকা যাইলে অপর একদলের স্থান হইবে। যুবাবস্থায় আলস্যকে প্রশ্রয় দান উচিত নয় এবং চিরদিন কেহ সহস্র সহস্র বালক বালিকার ভার লইতে পারে না। কিন্তু বালক বালিকারা সকলেই বন্ধুশূন্য—তাহারা কোথায় যাইবে? কে তাহাদের উৎসাহিত করিবে? তাহারা আশ্রম ভিন্ন আর কিছু জানে

না। ডাক্তার বার্ণাডো তাহাদের সকলের ভবিষ্যতের জন্যও চিন্তা করিয়া থাকেন। আপনারা সকলেই জানেন আমেরিকার অধিকাংশ ভূমি জঙ্গলাবৃত—লোক চলাচল শূন্য। আজকাল য়ুরোপের সকল দেশ হইতে দলে দলে নর নারী যাইয়া এই সকল বিজন অরণ্যে অপরিচিত স্থানে শীতের আতিশয্যে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যথায় নিবিড় বন ছিল আজ তথায় চারু গ্রাম নির্ম্মিত হইয়াছে—দুই তিনটী গ্রাম মিলিত হইয়া সহর স্থাপিত হইয়াছে। লোকে সেখানে সুখে বাস করিতেছে, ভূমি কর্ষণ করিয়া নিজেদের উপকারের জন্য শস্য বপন করিতেছে ও অপরাপর দেশের সহিত ব্যবসা করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের চা বাগানের উপনিবেশগুলির অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। এত দূরে দূরে স্থাপিত যে কোথায়ও দুই উপনিবেশের মাঝে শতাধিক মাইল ব্যবধান।

আমেরিকায় ডাক্তার বার্ণাডোর আশ্রম আছে। ডাক্তার তাঁহার আশ্রমে সন্তানদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দলে দলে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিতেছেন—সঙ্গে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে দিয়া থাকেন। প্রত্যেককে প্রায় ১০ পাউণ্ড করিয়া অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। আমেরিকার সহৃদয় কর্ম্মচারীরা ডাক্তারের প্রেরিত বালক বালিকাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া ব্যবসাতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন—বিপদে উপদেশ দিয়া থাকেন।

সেই সকল বালক বালিকা যাহাদের পৃথিবীতে আপনার বলিয়া কেহ ছিল না, যাহাদের বিপদে অন্য কেহ সাহায্য করে নাই, যাহাদের পর মুহূর্ত্তে বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, যাহাদের ডাক্তার এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা পিতামাতার ন্যায় আশ্রয় দিয়াছেন, বিপদে কোল দিয়াছেন, পালন করিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন, ভবিষ্যতের উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহারা কি অকৃতজ্ঞ হইতে পারে? একজনও নহে। তাহারা সকলে আপনাদের অবস্থা অনুসারে তাহাদের জীবনদাতাকে সাহায্য করিয়া থাকে। আমেরিকা হইতে প্রতি বৎসর সকলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ডাক্তারকে পাঠাইয়া থাকেন। অনেকে শরীর দিয়া আজীবন কাটাইয়া দিতেছে। তাহাদের অবস্থা একদিন যেরূপ শোচনীয় ছিল সেইরূপ

অবস্থাপন্ন অনেক বালক বালিকা প্রত্যহ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। সেই রূপ দীন অবস্থাপন্ন সকলকে উদ্ধার ও সেবা করিয়া ডাক্তার বার্ণাডোর সন্তানেরা যৎকিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা দেখাইতেছে এবং অপরের সেবা করিয়া নিজেরাও পরম আনন্দ ভোগ করিতেছে। ডাক্তার বার্ণাডোকে আজ সমস্ত দেশ ভক্তিভরে পূজা করিতেছে।

শ্রীসুকুমার রায়চৌধুরী।

প্রেমের আহ্বান।

—:*:—

ওরে মন, জীবনের পথের বাহন,
আজি তোরে পরাইয়া নব আস্তরণ,
কর্ণে দিয়া স্বর্ণচূল, মণিময় ডোরে
রাজতুরঙ্গের বেশে সাজাইয়া তোরে,—
কটিতে বাঁধিয়া অসি,—সুখলালসার
মুকুট পরিয়া শিরে—এ বসুন্ধরার
বিচিত্র বিপণি হ'তে রাশি রাশি রাশি
দুর্লভ রতনে ভরি' বাজাইয়া বাঁশি
বাহিরিব জনস্রোত কোলাহল মাঝে!—
বাঁকাইয়া গ্রীবাখানি, উচ্ছ্বাসবিরাজে
ভরিয়া পরাণ,—শুভ্র ফেনসিক্ত মুখে
উড়াইয়া ধূলিরাশি ধরণীর বুকে
তূর্ণবেগে অগ্রসরি'—প্রতিপদক্ষেপে
জাগাইয়া ধ্বনি পৃথ্বী যেন ওঠে কেঁপে,—
ওরে মন, চিরসাথী জীবনে মরণে
ল'য়ে যাও পৃষ্ঠে বহি' বিশ্বব্যাপী রণে!

আজি হয়েছি নিষ্ঠুর একান্ত নিষ্ঠুর—
বক্ষশিলাতলে তীক্ষ্ণ শানায়েছি ক্ষুর !—
যেতে হবে বহুদূর—এক পা পশ্চাতে
ফিরাবি যদি প্রিয়হে, তীব্র কশাঘাতে
কাটি দিব প্রাণ:—আগে চল্ আগে চল্ !—
জীবনের প্রান্ত হ'তে ধ্বনিছে কেবল
চলে' আয় চলে' আয়—নাহি কোন ভয়,
প্রাণ কিম্বা অবমান জয়পরাজয় !

দাঁড়ায়ে রহিলি তবু অবোধের মত
তুচ্ছ করি' কশাঘাত পদাঘাত শত !—
আঁখি কেন ছল ছল, ফিরিয়া পশ্চাতে
কেন চাস্ বারে বারে,—তৃণভক্ষ্য হাতে
কে আছে দাঁড়ায়ে মুখে তুলে দিতে
জীবনের গ্রাস,—কা'র আকারে ইঙ্গিতে
করে শত প্রহরীর কাজ,—পৃথিবীতে
ক'ার নীরব আদেশ তর্কশাস্ত্র ছাড়া
বিধির বিধান সম সকলের বাড়া,—
আঁখি হ'তে ছুটি ফোটা করি' শুধু ব্যয়
বীরদর্প খর্ব্ব করে, যেতে নাহি দেয় !

ওরে মন, ক্ষমা কর, চিনিয়াছি তারে,
বুঝিয়াছি এবে সে যে ক্ষণিক বিকারে
বকিয়াছি ভুল ;—জানিয়াছি সত্য হায়,
দুরাশা আঁখির তাপে ক্ষণে গলে' যায়।
যেতে নাহি হবে ;—তুলে নিনু সাজ সজ্জা,
খুলে দিনু আভরণ প্রেমিকের লজ্জা,

যাও মন ফিরে যাও তৃণকুঞ্জবনে
বিস্তারিত দূর্ব্বাদল শ্যামল শয়নে।

ওরে শুনিয়াছি কানে প্রেমের আহ্বান,—
জয় পরাজয় নাহি মান অপমান।
সোনার হরিণীসম যশের কীরিটি
ল'য়েছিল মৃত্যুমুখে,—নয়ন দুইটি
ফিরায়ে এনেছে মোরে; এ ভালবাসায়
ধরণী বাঁচিয়া আছে সুখেতে ঘুমায়।
যত পার হাস তুমি অতি সত্য কথা
সব চেয়ে সুমধুর প্রেমের বারতা;—
ক্ষুদ্র হোক্ তুচ্ছ হোক্ হোক্ ছেলে খেলা
জীবনের পথে যদি কুড়ায়েছি ঢেলা
আমার সে ঢেলা ভালো সিংহাসন চেয়ে—
মন তুই ঘুমা, প্রেমামৃত চুমা খেয়ে।

শ্রীসুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

জাপান।

—:০:—

বর্ত্তমান সময়ে জগতের সকল সুসভ্য জাতিদের তুলনায় জাপানের শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও যুদ্ধকৌশলের উন্নতির বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এক্ষনে জাপান সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য প্রতীচ্য দেশ সমূহের সমকক্ষ, বরং কোন কোন বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা উন্নত। জাপানীদের এই দ্রুত

উন্নতি সমস্ত সভ্য জগতকে বিস্মিত করিয়াছে। অদ্য এই কয়েক পৃষ্ঠায় সেই সুসভ্য জাতির বিষয় কতিপয় বিদেশীয় গ্রন্থকারের নিকট হইতে লইয়া সংক্ষিপ্তভাবে পাঠক বর্গকে উপহার দিব। জাপানের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; কেবল তাহাদের সামাজিক রীতি-নীতি বিষয়ের সামান্য বিবরণ বিবৃত করিব।

জাপান দ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে জাপানীদের বিশ্বাস।

জাপানের আদিম অধিবাসীগণ লিখিতে পড়িতে জানিত না। তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ "কোজিকি" ৭১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; ইহা প্রকাশিত হইবার তের শত বৎসরের পূর্ব্বেকার ঘটনাবলী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীক ও হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস নানা আশ্চর্য্য গল্পে পরিপূর্ণ। হিন্দুদিগের ন্যায় জাপান সম্রাটগণও সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে তাহাদের বংশের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া থাকেন।

জাতীয় অহঙ্কার বশতঃ ইহাদের বিশ্বাস যে ইহাদের দেশই সর্ব্ব প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে। "কোজকি" গ্রন্থে জাপানের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত-রূপ লিখিত আছে। পৃথিবী সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল কতকগুলি দেবতার বংশ মাত্র বিরাজ করিত; এই স্বর্গীয় দেববংশধরদিগের মধ্যে শেষে কেবল "ইজানাগি" ও "ইজানামি" দুই ভ্রাতা ও ভগ্নী ছিলেন। এক দিবস ঐ দেবতাযুগল অনন্ত নীলিমাবক্ষে মেঘোপরি বিলম্বিত স্বর্গের সেতু হইতে নিম্নে সীমাহীন নীল জল রাশির উপর উত্থিত তরঙ্গমালা নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। ইজানগি তাহার নানা কারুকার্য্য শোভিত বল্লমের ফলক খানি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল এবং সেই স্থানের বীচিমালা ভেদ করিয়া ক্রমে "অওয়াজি" নামে এক দ্বীপের সৃষ্টি হইল। সেই স্বর্গীয় মূর্ত্তিযুগল ঐ দ্বীপোপরি পতি পত্নীরূপে বাস করিতে লাগিলেন। আরও সাতটী দ্বীপ উক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইল। ইহা হইতে জাপানীরা তাহাদের দেশকে "দেবতার দেশ" বলিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস ঐ দেব দেবীই জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট বংশের আদি দেবতা।



জাপানী কেশ বিনাস।



জাপানী জাতির প্রকৃত উৎপত্তি।

অতি পূর্ব্বকালে উত্তর এসিয়াখণ্ডে "চাইনিজ" দিগের ন্যায় মঙ্গোলিয়ান নামে এক জাতির বাস ছিল। যে সময় আর্য্যজাতিগণ মধ্যএসিয়া হইতে কতক ইউরোপে, কতক ভারতবর্ষে গিয়া বাস করে, সেই সময়ে মঙ্গলিয়ানগণ জাপানে গিয়া বাস করে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে জাপানীদিগের আদি পুরুষ। ইহাদের জাপানে যাইবার পূর্ব্বে তথায় 'আইনো' নামে এক জাতির বাস ছিল ইহাদিগকে তাহারা "ইবিস্থ" অর্থাৎ বর্ব্বর বলিত; প্রায় শত বর্ষ যুদ্ধের পর ঐ বর্ব্বরেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ইজো দ্বীপে বিতাড়িত হইল।

আকৃতি ও পরিচ্ছদ।

আধুনিক জাপানীদিগের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ, কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শ্মশ্রু অল্প, গণ্ডদেশের উপরকার অস্থি কিঞ্চিৎ উন্নত। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা অনেক সুশ্রী। বালিকাদিগের বর্ণ উজ্জ্বল, গণ্ডদেশ ঈষৎ রক্তিমাভ ও মুখশ্রী সুন্দর, কৃষ্ণবর্ণ কুন্তল রাশিতে কবরী বন্ধন করিলে তাহাদিগকে অধিকতর লাবণ্যময়ী ও সৌন্দর্য্যশালিনী দেখায়। তাহাদের স্বর কোমল ও আকর্ষণী শক্তিবিশিষ্ট। যেমন অল্প বয়সেই তাহাদের দেহের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে তদ্রূপ শীঘ্রই সেই যৌবনপরিবর্দ্ধিত রূপরাশির হ্রাস হইয়া থাকে।

জাপানীদের পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাদের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। গ্রীষ্মকালে পল্লিগ্রামের দরিদ্র লোকেরা চামড়া হইতে প্রস্তুত এক প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কৃষকেরা গ্রীষ্মকালে একপ্রকার মোটা অপরিষ্কার পাটের বা তুলার জামা পরিয়া থাকে এবং তৃণ ইত্যাদির দ্বারা নির্ম্মিত এক প্রকার পাদুকা ব্যবহার করে। বর্ষাকালে কাষ্ঠনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করে। মস্তক প্রায়ই অনাবৃত থাকে, কখন কখন একটি রঙ রঙের টুপী মাথায় দেয়। বৃষ্টির সময় দরিদ্র লোকেরা এক প্রকার খড় নির্ম্মিত পোষাক পরে। ধনীগণ তৈলাক্ত কাগজ নির্ম্মিত লম্বা জামা তাহাদের পোষাকের উপর চাপা দেয়। ভদ্রলোকদিগের স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ এক প্রকার লম্বা সম্মুখখোলা জামা পরিয়া থাকে। যাহারা ধনী তাহারা ঐ জামা ভাল কাপড়ের কিম্বা রেশমের দ্বারা প্রস্তুত করায়। এক প্রকার কোমল কাগজ তাহারা রুমাল করিয়া ব্যবহার করে। কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রায়

সকলের নিকটই এক এক খানি পাখা থাকে। স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করে না। তাহারা কবরীবন্ধনে বিশেষরূপ যত্ন করে এবং নিদ্রাকালে কাঠের বালিস মাথায় দিয়া উহা সযত্নে রক্ষা করে। তাহারা ওষ্ঠে লাল রং দেয় ও মুখে পাউডার মাখে। সময়ে সময়ে ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের টুপীর সহিত এক টুকরা ধাতুফলকে তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দেওয়া হয়। যদি তাহারা হারাইয়া যায় তবে ইহাতে সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

জাপানীদিগের স্নান বিধির বিষয় পাঠ করিলে সাধারণতঃ পাঠক পাঠিকাগণ কিছু বিস্মিত হইতে পারেন কিন্তু এটির বিষয় একবারে নিস্তব্ধ থাকা সঙ্গত মনে করি না। যদি সম্ভব হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিই একবার উষ্ণ জলে স্নান স্নান। করে। যে ব্যক্তি কোন পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত কিম্বা তৎসদৃশ কোন কারণে স্নান করে তাহাকেই শীতল জলে স্নান করিতে হয়। প্রত্যেক ভদ্র লোকের বাটীতেই তাহার নিজের স্নানাগার আছে। সূর্য্য অস্ত যাইবার পরেই জল গরম হইতে আরম্ভ হয় তৎপরে গৃহস্বামী হইতে বাটীর সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্ত একে একে সকলে স্নান করিয়া থাকে। জাপানের সর্ব্বত্রই এইরূপ স্নানাগার আছে। কেবল মাত্র এক টোকিও সহরেই এইরূপ আটশত স্নানাগার আছে এবং প্রায় তিন লক্ষ নর নারী ঐ সকল স্থানে প্রতিদিন স্নান করে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে মৎস্য, বন্যজন্তুর মাংস ও ফল মূল আহার। জাপানীদের প্রধান খাদ্য ছিল। উক্ত ধর্ম্মাবলম্বনের পর হইতে তাহারা শাক সবজি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিত। তবে মৎস্য মাংস ভোজন ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও একবারে উঠিয়া যায় নাই। অধিকাংশ সভ্য জাতিদিগের ন্যায় ইহারাও দিবসে তিনবার আহার করিয়া থাকে। বাঙ্গালী জাতির ন্যায় ভাতই সহরের লোকের প্রধান খাদ্য। কিন্তু পল্লিগ্রামের লোকদের গম, বার্লি, যব বিশেষতঃ মিলেট্ (ভুট্টার ন্যায় শস্য) প্রধান খাদ্য। তথায় ভাত খাওয়া বিলাসিতার মধ্যে পরিগণিত। কেবল রোগী, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধগণই উহা খাইয়া থাকে। মিষ্ট আলু, সিম, মটর প্রভৃতিরও চাস

করা হয়। বেগুণ ও লম্বা সাদা শালগমই কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় তর-কারী। প্রায় প্রত্যেকবার আহারের সহিত উক্ত দ্রব্য খণ্ড খণ্ড করিয়া লবণের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কুলের ন্যায় এক প্রকার উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের ফল এবং এক প্রকার কমলা লেবুই জাপানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। পিয়ারা, আপেল, পিচ ও দ্রাক্ষাফল অল্প পরি-মাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাপানীরা গোদুগ্ধ একবারেই ব্যবহার করে না। তাহাদের দেশের সমুদ্রে অনেক প্রকার জলজন্তু বাস করে, প্রায় সকল জাতিই তাহাদের ভক্ষ্য। হনুমান, ভল্লুক ও রাজহংস তাহারা আহার করিয়া থাকে।

আহারের সময় প্রত্যেক লোকের আহারীয় দ্রব্য তাহাদের সম্মুখের অনুচ্চ টেবিলের উপর পৃথক ভাবে রক্ষিত হয়। স্বর্ণ বর্ণের বাটীতে ঝোল ইত্যাদি পানীয় দ্রব্য সকল তাহারা মাদুরের উপর হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া চুমুক দিয়া পান করে। কিন্তু ভাত ইত্যাদি দ্রব্যগুলি অতি আশ্চর্য্যরূপে দুইটি কাষ্ঠের বা গজদন্ত নির্ম্মিত কাঠির দ্বারা কেবল মাত্র দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে উদরস্থ করে। আহারের শেষে প্রায়ই সামান্য চা খাইয়া থাকে।

তামাকু ও অন্য মাদক দ্রব্য। প্রায় ১৬০৫ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগিজেরা জাপানে তামাকু আনয়ন করে। প্রথমে ইহা সেবনে বিশেষ নিষেধ ছিল। কিন্তু ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে বাটীর বাহিরে ব্যবহারে কোন দোষ ছিল না। এক্ষণে উহা দেশের সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের ন্যায় ইহারাও বাটীতে কোন ভদ্রলোক আসিলে প্রথমে তামাকু দিয়া অভ্যর্থনা করে এবং পরে এক পাত্র চা দিয়া থাকে।

মাদক দ্রব্যের মধ্যে সাকি নামক এক প্রকার ধান্য হইতে প্রস্তুত মদ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন উৎসবাদিতে অন্য সকল খাদ্যের মধ্যে ইহাই প্রধান উপকরণ।

ভাষা, পুস্তক ও শিক্ষা। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা যে রূপ সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্দু ও পার্সি ভাষার অনেক শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে সেই রূপ আধুনিক জাপানী ভাষা প্রাচীন জাপানী ও চীন ভাষার সহিত মিশ্রিত। যদিও ইহারা অনেক চীন দেশীয় কথা ব্যবহার করে কিন্তু উচ্চার

বিভিন্ন থাকার উভয় জাতির মধ্যে কথা বার্ত্তা চলিতে পারে না, তবে পত্রাদি লেখা হইয়া থাকে। ইহাদের পুস্তকাদি, আমরা আমাদের লেখায় যে দিক হইতে পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকি উহারা ঠিক তাহার উল্টা দিক হইতে পাঠ আরম্ভ করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহাদের আদি গ্রন্থের নাম “কোজিকি”, ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক অলৌকিক আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পরে “ইহঙ্গি” অর্থাৎ “জাপানের ইতিহাস” নামে এক খানি গ্রন্থ চীন ভাষায় লিখিত হয়। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে অনেকগুলি প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ করিয়া একখানি বৃহৎ কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়। তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে বহু সংখ্যক পুস্তক প্রণয়ণ হইতে আরম্ভ হয়; এবং এই সময় হইতে কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। ভাষায় শব্দের অল্পতা বশতঃ মিত্রাক্ষর কবিতা রচনার সুবিধা হয় না এবং বোধ হয় সেই কারণেই ইহারা অমিত্রাক্ষর ছন্দ অধিক পছন্দ করে।

স্ত্রীশিক্ষা এখানে উত্তমরূপ প্রচলিত আছে। এবং অধিকাংশ পুস্তকই রমণীগণ দ্বারা লিখিত। জাপানের আধুনিক লেখকগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান তিনি সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত নব্বই খানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। দেশের শিক্ষাবিস্তারের সহিত ক্রমে ক্রমে বিদেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। Smiles Self-Help, Spencer এর দার্শনিক গ্রন্থাবলী Eearnest maltrarers, Telemacus, Robinson Crusoe ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ অচিরে ভাষান্তরিত হইল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জাপানে এক খানিও সংবাদ পত্র ছিল না, উক্ত বৎসরেই প্রথম এক খানি অতি ক্ষুদ্রাকার পত্রিকা প্রচারিত হয়। তৎপরে এই অষ্টবিংশতি বৎসরের মধ্যে উক্ত বিষয়ে তাহারা আশাতীত উন্নতি করিয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষে ৮১৪ খানি সাময়িক ও সংবাদ পত্র ছিল।

জাপানের বালকদিগকে ছয়বৎসর ছয় মাস ছয় দিনের হইলেই বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। ইহাদের বর্ণমালা নাই, প্রত্যেক অক্ষরই এক একটী শব্দ। শিক্ষকেরা বালকদিগকে প্রথমে একটী অক্ষর বা শব্দ কাগজে লিখিয়া দেয়, সেইটি শিখিলে অপর একটি লিখিয়া দেয় এইরূপ একটি একটি করিয়া তাহারা

শিক্ষা করিতে থাকে। বালকগণ সাধারণতঃ ছয় বৎসরে এক সহস্র শব্দ শিক্ষা করিয়া থাকে, তবে কোন কোন বালক উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে দশ সহস্র বা ততোধিক শব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষা করে।

সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজকদিগের হস্তেই শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মপুস্তক সমূহই পাঠ্য পুস্তকরূপে পড়াইতেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিদেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক একটী কলেজ স্থাপিত হয় এবং ইহাই ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিস্তারের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি পতিত হয়। সেই সময়ে ইংলণ্ড জার্ম্মনি ও আমেরিকা হইতে উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে আনাইয়া উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ও কলেজ সমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এবং সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্রদিগের মধ্যে নিয়মিত সংখ্যক ছাত্রকে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিবার জন্য সরকারী ব্যয়ে য়ুরোপে পাঠান হয়।

এক্ষণে জাপানের শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সকল স্থানেই উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আইন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, পূর্ত্ত-বিভাগ, ভেষজ বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত।

শিশুদিগের নামকরণ বিষয় জাপানের একটী জ্ঞাতব্য বিষয়; কিন্তু এই বিষয়টী ভিন্ন ভিন্ন লেখকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

জাপান মর্ত্ত্যের নন্দন কানন। কল্পনার লীলাভূমি। এখানে সকলই বালক বালিকা। কবিত্বময়। প্রকৃতি কোমল, সৌন্দর্য্য এখানকার নিজস্ব সামগ্রী। এই কবিতাপ্রিয় দেশে শিশুদিগের নামেও কবিত্ব মাখান। ইহারা বালকদিগের নাম কোন নদী পর্ব্বত বা উপত্যকার নামানুসারে রাখিয়া থাকে। বালিকাদিগের নাম অধিকাংশ সময়ে লতা পুষ্প বা তৎসদৃশ কোন মনোরম বস্তু হইতে লইয়া থাকে।

শিশুদিগের জন্মিবার সপ্তম দিবসে সামান্য উৎসবের সহিত তাহাদের নামকরণ হইয়া থাকে। যখন শিশু ত্রিংশ দিবসের হয় তখন তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ দিবসে তাহাকে স্নান করাইয়া সুন্দর পরি-

ভূদ পরাইয়া দিয়া মাতা তাহাকে লইয়া ধর্ম্মমন্দিরে গমন করে এবং দেবতার নিকটে তাহাদের মঙ্গলার্থ পূজা দেয় ও প্রার্থনা করে।

জাপানে বালক বালিকাদিগের ক্রীড়া ও কৌতুক বড়ই নির্দ্দোষ ও আমোদজনক। ঘুড়ি উড়ান ও লাঠিম খেলাইতে তাহারা অত্যন্ত ভাল বাসে। তাস, দাবা ইত্যাদি খেলারও তথায় প্রচলন আছে। বালকদিগের খেলার ও আমোদের প্রধান দিন বৎসরের পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিন। ঐ দিবসে তাহারা দেশের বিখ্যাত যোদ্ধাদিগের মূর্ত্তি এবং অস্ত্র শস্ত্র ও ধ্বজা ইত্যাদি যুদ্ধের সকল প্রকার দ্রব্য লইয়া খেলা করে। ঐরূপ বালিকাদিগেরও একটী উৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিন আছে ঐ দিবসকে তাহারা "পুতুলের উৎসব দিন" বলিয়া থাকে। উহা প্রতি বৎসরে তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিনে হইয়া থাকে।

হিন্দু, চীন ও জাপানীদের বিবাহ প্রণালী কতকাংশে সদৃশ দৃষ্ট হয়। ঐ কয় জাতির মধ্যে বিশ্বাস আছে যে মৃত্যুর পর পুত্রে পিণ্ডদান না করিলে তাহাদের আত্মা চির দিনের জন্ত পিপাসায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া নরকে বিচরণ করে। ঐ ধারণায় সকলেই পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক এবং সকলেই বিবাহ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বালকদিগের ষোড়শ ও বালিকাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। এই সময়ে বালকেরা তাহাদের পূর্ব্ব নামটী বদলাইয়া ফেলে ও কেশের পারিপাট্য পরিবর্ত্তিত করে। এবং এই সময় হইতেই তাহারা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশের ন্তায় ইহাদেরও ঘটক আছে তবে এ দেশের সহিত উহাদের অনেক প্রভেদ। আমাদের ঘটকের পয়সার সহিত সম্বন্ধ এবং ঐ ব্যবসা তাহদের উপজীবিকা কিন্তু জাপানীদের ঘটকেরা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীভূক্ত এবং তাহাদের উদ্দেশ্যও মহৎ। তথায় ঘটকেরা নবদম্পতির যাবজ্জীবন বন্ধু হইয়া থাকে এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারাই মীমাংসা করিয়া দেয়। বালক বালিকাগণ বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইলেই পিতা মাতা কোন ব্যক্তিকে উক্ত ঘটক বা মধ্যস্থরূপে স্থির করেন। ইংরাজদের মত কোর্টসিপ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত না থাকিলেও আমাদের বঙ্গ দেশে কোন কোন সমাজের মধ্যে আজ কাল যেরূপ বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী দম্পতির সাক্ষাত ও সময়ে সময়ে

কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে সেইরূপ ইহাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। পাত্র ও পাত্রীর মত হইলেই বিবাহ হয়, তবে পিতা মাতার মতেই অনেক সময় কার্য্য হইয়া থাকে। উভয় পক্ষে বিবাহের স্থির হইলে আমাদের ন্যায় তত্ত্ব তবাস চলিতে থাকে, ইহার পর কোন পক্ষেই প্রায় মত পরিবর্ত্তিত করে না। এইবার একটী শুভ দিনের স্থির হয়। শ্বেত বর্ণের পোষাক জাপানীদের শোক চিহ্ন। বিবাহের দিন কন্যা উক্ত পোষাক পরিধান করে। বিবাহের পর চির দিনের জন্য পিতৃভবন পরিত্যাগজনিত শোক প্রকাশই এই পোষাক পরিধানের কারণ। সন্ধ্যার পর তাহাদের ঘটক তাহাকে তাহার স্বামী গৃহে লইয়া যায়। ইহাকে লইয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই মৃত ব্যক্তিকে লইয়া গেলে যেরূপ বাটী পরিষ্কার করা হয় এখনও তাহার পিতা মাতা তদ্রূপ করিয়া তাহাদের বাটী পরিষ্কার করেন। পাত্রের বাটীতে বিবাহের দিন আত্মীয় বন্ধুদিগের ভোজ হইয়া থাকে। ইহদের বিবাহের প্রধান কার্য্য এই যে বর কন্যা তিনটী মদ্যের পাত্র হইতে তিন বার করিয়া মদ্য পান করা তৎপরে উভয়ের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা। এইবার কন্যা কোন বর্ণবিশিষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করে। পরে মধ্যস্থ ও তাহার পত্নী নব দম্পতিকে শয়ন কক্ষে লইয়া যায়। তথায় পূর্ব্ববৎ আবার মদ্য পান করে কিন্তু এইবার বর প্রথম পান করে, পরে কন্যা পান করে। প্রথম বার কন্যা প্রথম পান করিয়াছিল কারণ তখন সে অতিথি। বিবাহের উৎসব এই স্থানেই শেষ হইল। ভারতবর্ষের ন্যায় জাপানী স্ত্রীলোকগণ কুমারী অবস্থায় পিতা মাতার, বিবাহের পর স্বামীর, শ্বশুর ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর এবং বিধবা হইলে পুত্রের বাধ্য হইয়া থাকে।

১৩০৪ সালের আষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" "জাপানের পত্র"—শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন "বিবাহ শব্দ আমরা যেরূপ গম্ভীর ভাবে লইয়া থাকি, যেন ইহ জীবনের মত দম্পতি পরস্পর বদ্ধ, ভালই হউক আর মন্দই হউক, ইহারা সে প্রকার মনে করে না। বিবাহ এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় ইচ্ছা হইলে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। * * * * * * যদিও একাধিক বিবাহ জাপানী আইনের বিরুদ্ধ, কিন্তু সেবাদাসী বলিয়া যত ইচ্ছা রাখিতে পারে। অনেকে নূতন খাতার সহিত নূতন নূতন স্ত্রী পরিবর্ত্তন করে।"

উপরোক্ত মতের সপক্ষে আমরা বিশেষ কোন উল্লেখ পাই নাই,—তবে জাপানে "ডাইভোর্স" অর্থাৎ স্ত্রী বা স্বামী ত্যাগের প্রথা ইতর লোকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিলেও উহাদের মধ্যেই অধিক পরিমাণে প্রচলিত। অবশ্য পরিব্রাজক মহাশয় স্বয়ং যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন তাহা আমরা অসম্ভব বা ভ্রম মনে করি না।

মৃত্যুর পর সামাজিক আচরণ।

জাপানীদের মৃত্যুর পর সাধারণতঃ তাহাদিগকে কোন বৌদ্ধমন্দিরের নিকট সমাধিস্থ করা হয়। এবং ঐ সমাধির উপর এক খণ্ড প্রস্তরে তাহার নাম ও মৃত্যু তারিখ লিখিয়া দেওয়া হয়। সাত শত খৃষ্টাব্দে একটী বিখ্যাত ধর্ম্মযাজককে প্রথম দাহ করা হয়; তাহার পর অনেকে এই পথ অবলম্বন করে, কিন্তু ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা একবারে তিরোহিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের ন্যায় মৃত্যুর পর জাপানীদের এক প্রকার অশৌচ গ্রহণ প্রথা চলিত আছে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী ইত্যাদি আত্মীয়দের মৃত্যুর পর তাহারা একটী নির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া নিরামিষ ভোজন করে এবং সাদা পোষাক ব্যবহার করে; পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ইহা জাপানীদের শোক প্রকাশের চিহ্ন। এই সময়ের মধ্যে তাহারা কোনরূপ আমোদ প্রমোদ করে না, করিলে দণ্ডনীয় হয়।

ধর্ম্ম ও পূজা।

ইহাদের বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের অবস্থা শোচনীয়। ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মের নাম "সিণ্টো"। এক্ষণে ইহারা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ লোকই মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে, এবং হিন্দুদের ন্যায় বহু দেবদেবীর ও ভূতপ্রেতের পূজা করে। ইহারা পূর্ব্ব পুরুষগণ ব্যতীত কবি, যোদ্ধা, ইত্যাদিরও পূজা করে; বায়ুদেবতা ও অগ্নিদেবতার অতিরিক্ত রন্ধনশালার দেবতা, ফটকের দেবতা, বাটীর দেবতা ইত্যাদি অশীতি লক্ষ দেবতা আছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব আছে। প্রত্যেক জাপানীর গৃহে কাষ্ঠ নির্ম্মিত মন্দির আছে। ইহারা মন্দিরে যাইয়া পূজা করে এবং যোড়করে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করে।

সংক্ষেপে জাপানীদের আচার ব্যবহারের কথা বলা হইল; আর দুই



জাপানী ভোজন বিধি।



জাপানী বিবাহ।

কয়েকটী কথা। একটী কথা বলিয়া অগুকার প্রবন্ধ শেষ করিব। ইহারা ধীর, নম্র, বিনয়ী ও সভ্য। ইংরাজী চাল চলনের ইহারা পক্ষপাতী। ইহাদের জাতি বিভাগ প্রচলিত আছে, নাট্যশালা আছে; তথায় প্রাচীন ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় সকল অভিনীত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা অভিনয় করে না। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা রুচি কলুষিত হইবার ভয়ে অভিনয় দর্শন করে না। তথায় ভারতবর্ষের বাইজীদের ন্যায় সুন্দরী গায়িকার দল (Geisha) আছে। ইহারা প্রায় নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, গীত অতি সুন্দর, নৃত্য কিছু অশ্লীল ভাবের সেই কারণে বর্ত্তমান সম্রাট এই প্রকার নৃত্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

জাপানে বারবিলাসিনীদের সংখ্যা অধিক, তাহারা প্রায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একত্রে মিলিত হইয়া বাস করে এবং কাহারও কাহারও আবাস স্থান বৃহৎ ও সুন্দর। তথায় ভদ্র পরিবারের কন্যাগণ বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতাকে সাহায্য করিলে সমাজে দূষনীয় না হইয়া বরং প্রশংসার্হ হয়। জাপানীরা শত্রুহস্তে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মহত্যা অধিক ভাল বাসে। প্রায় ভদ্র লোকের নিকট এক খানি ছোট ও এক খানি বড় তরবারি থাকে। শত্রুর সহিত দ্বন্দযুদ্ধে পরাজিত হইবার সম্ভবনা বোধ করিলে ছোট খানির দ্বারা আত্মহত্যা করে। আসিয়ার সকল জাতি অপেক্ষা ইহারা শিল্প কার্য্যে বিশেষ পটু। ইহাদের ন্যায় রাজভক্ত প্রজা বোধ হয় জগতে আর নাই।

জাপানীদের বিষয় বেশ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় হিন্দুদের সহিত অনেক বিষয়ে ইহাদের সাদৃশ্য আছে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

সিংহল লঙ্কা ও সুহ্মদেশ।

—:*—:*:—*:—

বাবু কৈলসচন্দ্র সিংহ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনীষী ব্যক্তি। বিশেষ তিনি পরলোকগত দিগন্তবিশ্রুত মনীষী রাজেন্দ্র লালের একজন প্রধান শিষ্য সুতরাং তিনি যাহা লিখিবেন তাহা কালে শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রমাদ পরিশূন্য অভ্রান্ত মনুষ্য নহেন, পাছে তাঁহার ভ্রমে পতিত হইয়া কেহ বিপথে নীত হয় এজন্য বাধ্য হইয়া দুকথা লিখিতে হইল। আমারও কোন স্খলন ঘটিলে সিংহ মহাশয় ও পাঠকগণ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

সিংহ মহাশয় দ্বিতীয় বর্ষের নব্যভারতে লিখিয়াছেন, "সিংহবাহু……বিজয় ও তাঁহার ৬৯৯ জন সহচরকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহারা পোতারোহণে লঙ্কায় যাইয়া সেই দেশ অধিকার করেন" (৫২০ পৃষ্ঠা ১ম পেরার শেষ)। এবং ৫২১ পৃষ্ঠার ২য় পেরার উপসংহারে লিখেন—"রাঢ় প্রদেশ নিবাসী খাঁটি বাঙ্গালী বিজয় সিংহ দ্বারা সিংহল বক্ষে বিজয় পতাকা সংরোপিত হইয়া ছিল।"

আমরা উপরে যে দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সিংহ মহাশয় লঙ্কা ও সিংহল এক বলিয়া জানাইতেছেন। এবং বিজয় দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় লঙ্কা সিংহল নামে বিশেষিত হইয়াছে. ইহাও এখানে অন্তঃসলীল বাহিনীরূপে ধ্বনিত হইতেছে। আমরা কিন্তু ইহাতে তথাস্তু বলিতে প্রস্তুত নহি। সিংহ মহাশয়, মূল মহাবংশ অবলম্বনে এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মহাবংশের সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া জন সাধারণের সংশয় দূর করা উচিত ছিল। মহাবংশ, পালী ভাষায় লিখিত। যদি সিংহমহাশয় অর্থ ও ভাবগ্রহ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন?

আমাদের ধারণা লঙ্কা ও সিংহল এক জিনিষ নয়। এবং বিজয়ের দ্বারা

বিজিত হইয়াও লঙ্কা সিংহলে পরিণত হয় নাই। কেন? তাহার কারণ এই যে আমরা দেখিতেছি মহাভারতের সভাপর্ব্বে রাজসূয় প্রকরণে বিভীষণ ও সিংহলবাসীদিগের স্বতন্ত্র উল্লেখ রহিয়াছে। * লঙ্কা ও সিংহল এক হইলে এরূপ দ্বিরুক্তি দেখিতে পাইতাম না।—বিশেষ, মহাভারতে যখন সিংহল নাম দৃষ্ট হইতেছে তখন সিংহল সংজ্ঞা, বহুদিনের, এ কথা অবশ্যই মনে করিতে হইবে। বিজয়ের কাহিনী বেশি দিনের নহে, সুতরাং বিজয়ের জয় পরাজয়ের সহিত সিংহলসংজ্ঞার কোন আত্মীয়তা আছে, আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। মহাভারতের অপর এক স্থানেও সিংহল শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে † সুতরাং ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও মনে হয় না। যদি বল লঙ্কা ও সিংহল দুই পৃথক্ পদার্থ, লঙ্কাও সিংহল নামে বিশেষিত হইয়াছে কিন্তু আমরা দুইটি সিংহলের সত্তার কথা অবগত নহি, সুতরাং এ মতেরও অনুমোদন করিতে পারি না।

---

* ততঃ কচ্ছ গতো ধীমান্ দূতান্ মাদ্রবতী সুতঃ।
প্রেষয়ামাস রাজেন্দ্র পৌলস্ত্যায় মহাত্মনে।
বিভীষণায় ধর্ম্মাত্মা প্রীতিপূর্ব্বমরিন্দমঃ ॥ ৭৩—৩২অ—সভাপর্ব্ব

† পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বঙ্গঃ কালিঙ্গক স্তথা।
আকর্ষঃ কুণ্ডলশ্চৈব মালবা শ্চান্ধ্রকাস্তথা ॥ ১১
দ্রাবিড়াঃ সিংহলাশ্চৈব রাজা কাশ্মীরকস্তথা।
কুন্তিভোজো মহাতেজাঃ পার্থিবো সৌর বাহনঃ ॥ ১২
বাহ্লীকা শ্চাপরে শূরা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে।
বিরাটঃ সহ পুত্রাভ্যাং মথিল্লশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৩
রাজানো রাজ পুত্রাশ্চ নানা জনপদেশ্বরাঃ।
শিশুপালো মহাবীর্য্যঃ সহ পুত্রেণ ভারত ॥ ১৪
আগচ্ছৎ পাণ্ডবেয়স্য যজ্ঞং সমর দুর্ম্মদঃ।
রামশ্চৈবানিরুদ্ধশ্চ কঙ্কশ্চ সহ সারণঃ ॥ ১৫—৩৪অ—সভাপর্ব্ব
সুত্রতস্বাস্বজত কাংশ্চিৎ শবরাংশ্চৈব পার্শ্বতঃ।
পৌণ্ড্রান্ কিরাতান্ যবনান্ সিংহলান্ বর্ব্বরান্ খশান্ ॥ ৩৭ ১৭৫ অ
আদিপর্ব্ব

পাঠক আমরা যদি এক মহাভারতেই সিংহল শব্দের প্রয়োগ দেখিতাম তাহা হইলে এত পরিপন্থী হইতাম না উহা না হয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে করিতাম; কিন্তু আমরা মহাভারত, বামন পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ভাগবতে এবং আগমতন্ত্রে * সিংহল শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করিতেছি, এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থ ত্রিতয়ে লঙ্কা ও সিংহল দ্বীপের স্বাতন্ত্র্যও পরিলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং এতগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আমরা কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? বহু প্রাচীন গ্রন্থেই সিংহল নাম দৃষ্ট হইতেছে। যদি মনে করা যায় যে বিজয় সিংহের সহিত সিংহল আখ্যার কোন সংশ্রব নাই, তথাপি আমরা সিংহল লঙ্কা এক বলিতে পারি না। কেন না বহু গ্রন্থেই ত সিংহল লঙ্কা দুই জিনিষ বলিয়া উল্লিখিত। আমরা রামায়ণে অন্যূন শত বার লঙ্কা শব্দের প্রয়োগ দর্শন করিতেছি কিন্তু সিংহল শব্দের একটি বারও উল্লেখ হয় নাই। সিংহল ও লঙ্কা এক হইলে বাল্মীকি কখনই এক লঙ্কার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া লোকের অরুচি জন্মাইতেন না।

তবে আমাদের ইহাই মনে হইতেছে যে বিজয় সিংহ লঙ্কা বা সিংহলে গমন করেন নাই, উহা তাঁহার দ্বারা অধিকৃত ও অধ্যুষিতও হয় নাই। তিনি ভারতবর্ষ হইতে সহজগম্য সিঙ্গাপুর দ্বীপে গমন করিয়া ছিলেন এবং ঐ স্থানই তাঁহার দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। রাঢ় দেশে তাঁহার যে বাড়ী ছিল, উহা সিংহপুরের অন্তর্গত। † তাহাতে বোধ হয় স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির নামানুসারে অধিকৃত দ্বীপের নাম সিংহপুর রাখিয়াছিলেন, সেই সিংহপুর এখন

---

* নাগদ্বীপঃ কটাহশ্চ সিংহলো বারুণ স্তথা। ১০—১৩ অ—বামন পুরাণ

লঙ্কা কালা-জিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটা স্তথা॥ ২০—

অবভাঃ সিংহলা শ্চৈব তথা কাঞ্চী নিবাসিনঃ॥২৭-৫৮ অ মার্কণ্ডেয় পুরাণ

পাতালে বৈষ্ণবী রূপা সিংহলে দেবমোহিনী।

সুরনাচ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা॥ হিন্দুসৎকর্ম্মমালা ২য় খণ্ড ৬৭ পৃ

† নব্যভারত ২য় বর্ষ—৫২০ পৃ—"তথায় (রাঢ় প্রদেশ) তিনি সিংহপুর নগরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজ পীঠ স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় অনুজা সিংহবলীকে বিবাহ করিলেন।"

'সিঙ্গাপুরে' বিকৃত হইয়াছে। * পুর শব্দের সাহচর্য্য বশতঃ আমরা অবশ্যই মনে করিতে পারি ইহা এক দিন কোন হিন্দুর সংশ্রবে আসিয়াছিল। মহাভারতে সুহ্ম দেশের নিকট সিংহপুর নামে একটি স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। † সুহ্ম ও রাঢ় দেশ এক। বিজয় সিংহও রাঢ়ের (লাঢ়) অধিবাসী ছিলেন। বোধ হয় সিংহপুর রাঢ়ের অধীন হইয়া উহার সামিল হইয়া গিয়াছিল।

সিংহ মহাশয় তদীয় নবমুদ্রিত রাজমালার প্রথমেই লিখিয়াছেন "কামরূপ ও র‍্যাক্সিয়াং দেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে প্রাচীন আর্য্যগণ সুহ্ম আখ্যা দান করেন।" এবং অন্য পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "কবিচূড়ামণি কালিদাস রঘুবংশে সুহ্ম দেশকে 'মহাসাগরের তালিবন শ্যাম উপকণ্ঠ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি কোন্ প্রাচীন কবি কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে সুহ্মের এহেন কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন ও সিংহ মহাশয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন? সিংহ মহাশয় কি এহেন কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির নাম করিতে পারেন? নিরপরাধ কালিদাস বলিতেছেন—

---

* তবে প্রশ্ন হইতে পারে সিংহপুরের 'সিঙ্গাপুর' নাম ত পরে হইল; সিংহপুরের প্রাচীন নাম কি ছিল? আমরা ভারতবর্ষের অধীন ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ গান্ধর্ব্ব দ্বীপ, বারুণ ও সৌম্য দ্বীপ (ভারতস্যাস্যবর্ষস্য নবভেদান্ নিবোধত ॥ সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তেত্বগম্যাঃ পরস্পরং ॥ ৫। ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুকঃ স্তাম্র বর্ণো গভস্তিমান্ নাগদ্বীপ স্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বো বারুণ স্তথা ॥ ৬—৫৭ অ মার্কণ্ডেয়)। এই ৮টী দ্বীপ দেখিতে পাই। ঐ সকল দ্বীপের কোন এক দ্বীপ সিংহপুর নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

† ততঃ সিংহপুরং রম্যং চিত্রায়ুধ সুরক্ষিতং।
প্রাধমৎ বলমাস্থায় পাক শাসনি রাহবে ॥ ২০
ততঃ সুহ্মাংশ্চ চোলাংশ্চ কিরীটী পাণ্ডবর্ষভঃ।
সহিতঃ সর্ব্ব সৈন্যেন প্রাধমত্ কুরুনন্দনঃ ॥ ২১—২৭ অ—সভাপর্ব্ব

প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥ ৩৪
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীং॥ ৩৫
বঙ্গানুত্‌খায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষুচ॥ ৩৬ -৪ সর্গ রঘু

এখানে আমরা সাগরের তালীবন শ্যাম উপকণ্ঠ, সুহ্ম, বঙ্গ ও গঙ্গা এই কয়েকটী পদার্থের সমবায় দেখিতে পাইতেছি। ইহাদ্বারা সুহ্মের কামরূপ ও রাক্ষিয়াং (আরাকান) জনপদের অন্তরায় সংস্থিতি কেন ঘটিবে? বরং সুহ্ম দেশ, বঙ্গ, গঙ্গা ও সাগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী ইহাইত প্রতীয়মান হইবার বেশী সম্ভাবনা। প্রামাণ্য টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্ম ও রাঢ়কে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন * আমরাও দেখিতেছি রাঢ় দেশ, বঙ্গ, গঙ্গা এবং সমুদ্র তিনেরই নিকট প্রতিবেশী। কালিদাসের সময়ে অবশ্যই রাঢ়ের দক্ষিণাংশ সমুদ্রাঙ্কশায়ী ছিল। আবার রাঢ় ও বঙ্গ, এ দুইটি স্থানের উচ্চারণসাহচর্য্যও বহুদিন ধরিয়া দৃষ্ট হইতেছে। যেমন জনাইবাকশা ও নূনটে বাঁটুল প্রভৃতি একত্র উচ্চারিত হয়, তেমনই রাঢ় ও বঙ্গও একত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। † সুতরাং আমরা সুহ্ম ও বঙ্গের একত্র প্রয়োগ দৃষ্টে সুহ্মের রাঢ়ত্বই বিশ্বাস করিতে বেশি আগ্রহবান্। বিশ্বকোষের আর্য্যাবর্ত্ত মানচিত্রেও আমরা সুহ্মকে রাঢ়ের স্থলে অঙ্কিত দেখিতেছি। সিংহ মহাশয় কি ইহার খণ্ডন জন্য কোন আর্ষ প্রয়োগ দেখাইতে পারিবেন? মহারাজ বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পাঁচ পুত্র জন্মে। ঐ পাঁচ পুত্রের অধিকৃত রাজ্য ঐ পাঁচ নামে বিশেষিত। এবং উক্ত রাজ্য সকল, পরস্পর এক স্থানেই সংস্থিত। ইহাদ্বারাও প্রতিপন্ন

---

* ততঃ সুহ্মান্ প্রসুহ্মাংশ্চ সপক্ষানতি বীর্য্যবান্।
বিজিগ্যে যুধি কৌন্তেয়ো মাগধানভ্যধাবলী॥ ১৬—৩০ অ সভা
তত্র—নীলকণ্ঠঃ——সুহ্মা রাঢ়াঃ। মাগধান্ অভ্যধাত্ বলী করং প্রজ্ঞেছেত্যুক্তবান্ পূর্ব্বমেব পরাক্রান্তত্বাৎ।

† চায়ুদাসঃ পুণ্যকর্ম্মা রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥ বৈদ্য কুলপঞ্জিকা।
শব্দ হইল রাঢ়ে বঙ্গে—ভারত চন্দ্র।

হইতেছে যে, সুহ্মরাজ্য আরাকান সন্নিহিত নহে। *

সিংহ মহাশয় তদীয় রাজমালার দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পৃষ্ঠার টীকায় লিখিয়াছেন যে, "বিষ্ণু পুরাণের অনুবাদক উইলসন সাহেবের মতে ত্রিপুরা (ত্রিপুরা রাজ্য, জেলা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী) এবং আরাকান লইয়া সুহ্মদেশ গঠিত হইয়াছিল।" যদি ইহাই আর্য প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য হইব, সিংহ মহাশয় অন্ধের নিকট হস্তীর বর্ণনা শুনিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। যখন মহাত্মা কেশব বিলাতে ছিলেন, তখন বিলাতী ঋষিরা তাঁহাকে কুলীন কায়স্থ বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করেন। লেথব্রীজ সাহেব তাঁহার গোলডেন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, মৃত দ্বারবঙ্গ রাজ ও তদীয় ভ্রাতা রামেশ্বর সিংহ ক্ষত্রিয় কুল প্রসূত। জুবিলির সময়েও অত্রত্য সুসঙ্গের রাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। কিন্তু দ্বারবঙ্গের ও সুসঙ্গের রাজপরিবার যে, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সাহেবেরা বোধ হয় খানশামার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের দেশের ইতিহাস লিখিতে বসেন। † এবিষয় আর একটী জীবন্ত প্রমাণ দিতেছি। আমাদের এই ময়মনসিংহে মিঃ ফিলিপ নামে এক জন

---

* মহাযোগী স তু বলির্বদ্ধো যঃ স মহামনাঃ।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস চতুর্ব্বর্ণাকরান্ ভুবি। ২৭
অঙ্গং সজনয়ামাস বঙ্গং সুহ্মং তথৈবচ।
পুণ্ড্রং কলিঙ্গঞ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্র মুচ্যতে। ২৮
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতা বঙ্গাঙ্গ সুহ্মকাস্তথা।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ তথা তেষাং বংশং নিবোধত। ৩৩—৩৭ অ উত্তর খণ্ড
বায়ু পুরাণ।

† যদি তাসকডি গামার জাহাজ ভারতবর্ষে পদার্পণ না করিত তাহা হইলে কলম্বসের কথামত য়ুরোপীয়েরা করিব সাগরীয় দ্বীপগুলিকেই আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ (India) বলিয়া জানিতেন। সাহেবেরা যে লঙ্কাকে Ceylon বলেন সেও বোধ হয় ঐরূপে লঙ্কা ভ্রষ্ট হইয়াছে।

প্রতিভাশালী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি সাহেবালী মুন্সি * নামক এক জন ভদ্রবংশীয় মুসলমান মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন—"দাস গুপ্ত" উপাধির অর্থ কি? তাহাতে মুন্সি সাহেব তাঁহাকে তাঁহার নোটবুকে লিখাইয়া দেন যে দাসগুপ্ত অর্থ—Hidden slave!! অর্থাৎ গুপ্ত ক্রীতদাস। বস্তুতঃ "দাস গুপ্ত" বৈদ্যগণের উপাধি বিশেষ। ধন্বন্তরী অমৃতাচার্য্যের সেন, দাস, গুপ্ত এই তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে দাসের অধস্তন সন্তানেরা দাস নামে উপাহিত। গুপ্ত শব্দের দ্বারা উঁহাদের বৈশ্যত্ব সূচিত হইয়া থাকে (গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ)। কিন্তু অনভিজ্ঞের নিকট উপদিষ্ট হইয়া সাহেব কি ভ্রমেই পতিত হইলেন। হয় ত আর এক শত বৎসর পরে এসিয়াটিক রিসার্চে প্রকাশ পাইবে যে, বৈদ্য দাস এবং গুপ্তেরা ক্রীতদাসের সন্তান এবং উহা আর্যপ্রয়োগ বলিয়া গৃহীত হইবে। মৌতাক্ষরিণ নামক যাবনিক স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে বল্লাল সেন কায়স্থ হইয়াছেন—রাজেন্দ্র বাবুর কল্যাণে তাহা বোধ হয় কেহ অজ্ঞাত নহেন।

ইতিহাস বড়ই মূল্যবান বস্তু। ইহা যাহাতে নির্ভুল ও নির্দ্দোষ হয় তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। প্রতিবাদও ঐ কারণে করিলাম, জিগীষা ইহার প্রবর্ত্তক নহে।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

---

* ইনি আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও এখন উভয়ে এক সঙ্গেই মোক্তারি করি। ইনিই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পণ্ডিত মহাশয় আমি ত সাহেবকে এই রূপ বলিয়া আসিয়াছি, কেমন ভুল ত হয় নাই?

বশিষ্ঠ। *

—:o:—

ভার্য্যাসহ সমাসীন শান্ত ঋষিবর,
সম্মুখে গম্ভীরস্নেহ শোভে হোমগবী
কাঞ্চন সৌগন্ধে সৌম্য সুধাদুগ্ধ স্রবি,
দুর্ব্বাদলে পরিতৃপ্ত শ্যামল প্রান্তর;
ঋষি বালকেরা শুভ্র পবিত্র অন্তরে
স্তব্ধতল তপোবনে করে বেদ গান;
জাহ্নবীর উপকূলে চির তীর্থস্নান;
দুহিতা সায়াহ্নে শুভ অতিথির তরে
ঋষিদের সুমধুর অভিরুচিকর
অরণ্যের সুরভি অর্ঘ্য নীবার আনে;
পরিতৃপ্ত উৎকৃষ্ট সোমরস পানে
পুণ্য সমীরিত স্তব আশীর্ব্বাদ বর;
সমাসীন ঋষিদের ধীরোদাত্ত স্বরে
আশ্রমের শুকেরাও সামগান করে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* এই সনেটটী পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ১৩০১ সালে মাঘমাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। "বশিষ্ঠ" ক্রোমোলিথো ছবিটী পুণ্যের উপহারস্বরূপে প্রদত্ত হইতেছে বলিয়াই ইহা পুণ্যে প্রকাশিত হইল। পুঃ সং

শকুন্তলার বিদায় গ্রহণ।

—:*—o—*:—

প্রিয়সখি! কাননবাসিনী ছিনু মোরা,
সখিপ্রেমে মত্ত হ'য়ে ছিলাম বিভোরা।
কেমনে বলত সখি নিদয় পরাণে,
লইব বিদায় এবে তোমাদের সনে?
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, এত দিন ধরে,
যার ছবি জাগে সদা অন্তর ভিতরে,
তাঁর কাছে যাব, তবে কিহেন কারণে
সদা শঙ্কা, সদা ক্লেশ, উঠিছে এ মনে?
জানিনা কি আছে ভালে, কেবেন আমায়
করিছে নিষেধ সদা যইতে তথায়;
স্পন্দিছে দক্ষিণ চক্ষু হায় অবিরত
ঘটিবে অশুভ মনে হতেছে সতত।
প্রস্তুৎ হয়েছে ওরা যাইবার তরে
আলিঙ্গন দানে সখি যুড়াও অন্তরে।
কিরূপে থাকিব সখি তোমাদের ছেড়ে?
পারি কি ছিঁড়িতে আমি ভালবাসা ডোরে?
আর কি বলিব সখি চলিলাম তবে
যা ছিল আমার সব তোমাদের এবে।
আর এক কথা সখি কারে দিয়ে যাব
আমার এ পশু, পাখী, বনলতা সব।
কেমনে ভুলিব সেই হরিণ শিশুরে,—
নারিতাম থাকিতে হা দিনান্তে না হেরে।

আর সখি রেখ এই শেষ অনুরোধ,
যতন করিতে করিওনা ক্লেশ বোধ
বনতোষিণীকে। আমি বড় ভালবাসি
তারে; দেখিতাম বসে সারা দিবা নিশি।
সখি ভুলেছি-বলিতে, চল একবার
(ঐ) লতাকুঞ্জ মাঝ; ঋণী আমি আছি তার।
করে ধরে বলি ভাই:রেখো মোর কথা
যত্ন বিনা দেখো যেন শুখায় না লতা।
অয়ি লতে, তব কুঞ্জে বসে এক দিন—
জীবনের সেই স্মরণীয় সুখদিন—
যে সুখ লভেছি, পাব কি লভিতে আর,
এ জীবনে অতি ক্ষুদ্র কণামাত্র তার?
তোমারি মণ্ডপে বসি প্রাণনাথ সনে,
প্রথম আলাপ করি পুলকিত মনে।
যখন পেয়েছি ব্যথা প্রাণেশের তরে,
বসেছি ক্ষণেক এসে লতিকা ভিতরে,
জুড়াত তাপিত প্রাণ শীতল ছায়ায়;
শান্তিময় স্থান হেন আছে কি ধরায়?
শুধিতে নারিব তব অনন্ত সে ঋণ
বিদায় বিদায়:তবে তরে চির দিন।
তবে যাই রেখো ভাই, মিনতি আমার
ভুলোনা এ অভাগিনী সখিরে তোমার।
বিদায় দাওগো মোরে প্রফুল্ল আননে,
দেখো যেন প্রিয়সখি থাকেগো স্মরণে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

ঈশ্বর-আরাধনা।

—:*:*:—

যেমন পঞ্জরের মধ্যে পক্ষী থাকে, যেমন ফানসের মধ্যে আলোক থাকে সেইরূপ শরীরের মধ্যে আত্মা রহিয়াছে। আত্মাই আমি, আর সকল আমার; সেই আমি কর্ত্তা, আর সকলি তার কর্ত্তৃত্বের অধীন। সেই আত্মা শরীরের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আত্মা স্থূল নহে, অণু নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, অথচ আত্মা মর্ত্ত্যলোকে শরীরের দ্বারা সকল কর্ম্ম করিতেছে। যেমন আত্মা সকল শরীর ব্যাপী তেমনি পরমাত্মা সকল জগতে ব্যাপ্ত। আকাশের শেষ নাই, সেই সকল আকাশে পরমাত্মা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সমুদয় আকাশে যে সকল লোক আছে, যে সকল জীব আছে, সকলের মধ্যে তিনি ওতপ্রোত রহিয়াছেন। সেই তিনি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান এবং অনন্ত আকাশে বিদ্যমান। আমরা শরীরকে আপনি নির্ম্মাণ করি নাই, কিন্তু ঈশ্বর দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু পরমাত্মার শরীর নাই; সে আত্মা মুক্ত আত্মা। এ আত্মা শরীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, পরমাত্মা মুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। এ আত্মা শরীরের অধীন এবং শরীর আত্মার অধীন—আত্মার কর্ত্তৃত্ব সকল সময় ঠিক থাটে না; কিন্তু পরমাত্মার কর্ত্তৃত্বের কেহ হানি করিতে পারে না। তিনি পরম পুরুষ যা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। যেমন সূর্য্য-কিরণ সর্ব্বত্র রহিয়াছে; যেমন বায়ু মুক্ত বিচরণ করিতেছে, তেমনি তিনি মুক্ত-ভাবে রহিয়াছেন। তিনি জগতে বদ্ধ নাই মুক্তভাবে রহিয়াছেন, "ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে নচেশিতা; একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" তিনি ত্রিভুবন পরিপালক।

তিনি আমাদিগকে পৃথিবীতে যে জন্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহা জানিয়া, পরে কোথায় যাইতে হইবে তাহার তত্ত্ব লও; কিসে মঙ্গল-গতি হইবে তাহার অনুসন্ধান লও। পৃথিবীতে নানা প্রকার পশুপক্ষী

রহিয়াছে, তাহাদের অতিরিক্ত মনুষ্যের প্রতি কি ভার অর্পণ করিয়াছেন? মনুষ্য কি আহার বিহারে শ্রেষ্ঠ? মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও ঈশ্বরপ্রেমে। যত পরিমাণে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিতে পারি, যত ধর্ম্ম-পথে সঞ্চরণ করিতে পারি, যত পরিমাণে প্রেম দিয়া সমুদয় লোককে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারি, ততটুকু আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব। যদি জ্ঞানবিহীন হইয়া অজ্ঞানান্ধ হই, যদি ধর্ম্মবিহীন হইয়া কুক্রিয়ায় রত থাকি, যদি প্রেমরস না থাকে—কঠোর হই, শুষ্ক হই, তবে যথার্থ উন্নতি কিসে হইতে পারে? আমরা প্রত্যহ যে আরাধনা করি তাহার লক্ষ্য এই যে জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, ধর্ম্ম সহজ হইবে, ঈশ্বরপ্রেম বর্দ্ধিত হইবে; এই লক্ষ্য স্থির থাকিলে তবে আত্মার উন্নতি করিতে পারিব। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমের মধ্যেই সংসারের সকল কার্য্যের ও সকল লোকের উন্নতি। জ্ঞান যাহা তাহা মার্জ্জন করিতে হইবে, সংসারে ধর্ম্মপথে থাকিতে হইবে, সংসারে যত দিন থাকিতে হইবে প্রেমের সহিত থাকিতে হইবে। আত্মাকে কেবল জ্ঞান ধর্ম্মে ও প্রেমে উন্নতি করিবে। তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া আমরা আত্মাকে উন্নত করিতে পারি এবং আপনার যতটুকু সাধ্য তাহাতে যোগ দিই। যদি সংসারের মোহে পড়ি, ইন্দ্রিয়সুখে লালায়িত হই, আত্মকল্যাণ বিস্মৃত হই, তবে পদে পদে পতন হয়, প্রেম হৃদয়ে স্থান পায় না, ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি আর ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাই। অতএব পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে আনিবার জন্য হৃদয়কে পবিত্রবারি দ্বারা প্রক্ষালন কর। যদি কিছুমাত্র চেষ্টা করি তিনি প্রেমালিঙ্গন দিয়া সকল কামনা পূর্ণ করিবেন।

ধর্ম্মকে অল্পে অল্পে প্রতিদিন সঞ্চয় করিবে, প্রতিদিন তাঁহার আরাধনা করিবে। আত্মার ক্ষুধার মন্দাগ্নি হইতে দেওয়া উচিত নয়। আত্মার ক্ষুধা প্রতিদিন দিনরাত প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখা উচিত। যিনি পৃথিবীতে সূর্য্যকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সূর্য্য যদি একদিন উদয় হয় একদিন না হয়, তাহা হইলে আমাদের কি দুর্গতি হয়? কিন্তু সূর্য্য উদয় হইল তেজ পাইলাম আলোক পাইলাম; কিন্তু যিনি সূর্য্যকে প্রেরণ করিলেন তাঁহাকে মনে করিলাম না, তাহাতে কি আত্মা বিষণ্ণ হইবে না? যদি ইহা-তেও বিষণ্ণ না হইল তবে সে আত্মার অতি কঠিন ভাব। ঈশ্বরারাধনায় অনুরোধ

নাই, ইহাতে প্রেম চাই। পিতাকে ভক্তি করিতেছি অনুরোধে ;—সে ভক্তি ভক্তি নহে। আমাদের জানিতে হইবে যে তিনি কি করুণা বিতরণ করিতেছেন আর আমরা কি অকৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের পাপসন্তাপহারক। আমাদের সন্তাপহারককে মনে হয় না, এ কি দুর্গতি! তোমার আশ্রয়ে থেকে বিপদ কাটিয়া গেল, অথচ তোমার প্রতি মনের ভাব গেল না ; পশুর মতন না হইলে আর এরূপ অবস্থা হয় না। যে পিতার এমন ইচ্ছা যে আমাকে প্রণাম করুক, প্রীতি প্রদান করুক, আমরা কি এমনি অকৃতজ্ঞ যে তাঁহাকে তাহা দিব না? অনুরোধে প্রীতি করিলে তাঁহাকে প্রীতি দেওয়া হয় না। ইহা আমাদের উৎকৃষ্ট অধিকার যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমরা তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারি ; এ অধিকারকে অবহেলা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যদি ভুলিয়া এমন দোষ করিয়া থাক যে, এক দিন চলিয়া গিয়াছে, ঈশ্বরকে প্রণাম কর নাই ; এমন দোষ আর না কর। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবারও নিদেন তাঁহার আরাধনা করিবে। তোমরা যে, ধর্ম্মের গৌরব কর তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়,—যদি দিন রাতের মধ্যে একবারও তাঁহাতে আত্মা সমাধান না করিলে। ধর্ম্মের কোথায় শ্রেষ্ঠত্ব, চব্বিশঘণ্টার মধ্যেও ঈশ্বরের যদি শরণাপন্ন না হই। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা না দিয়া কি প্রকারে আত্মা পরিতোষ পাইতে পারে জানিনা। হয় সমবেত হইয়া, নয় একাকী নির্জ্জনে, এমন দিন না হয় যে, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে না —দিনটা চলিয়া গেল। ঈশ্বরারাধনার উপর সকল কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, পাপের প্রতীকার, বিপদ্‌প্রশমন, আত্মার উন্নতি এ সকলি তাঁহার উপাসনার উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়ো না। ইহকালে তাঁহার আরাধনা, যত তাঁহার আরাধনা করিবে ততই উন্নত হইবে। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের মোহসন্তাপ দূরীকৃত কর, তোমার আলোক বিতরণ কর, ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া তোমার ধর্ম্মাচরণে উৎসুক কর, তোমার আরাধনায় উৎসাহ আনন্দ প্রদান কর।

শ্রীঃ—

সাংখ্যস্বরলিপি।

—:*—০—*:—

আমি নহিগো আমার।

রাগিণী সিন্ধুকাফি—তাল জৎ।

সৌন্দর্য্য হেরিয়া তার
সাধ হয় তার সাথে করিতে আলাপ
সে যে সুধার আধার
কেশপরে শোভে কিবা কুসুম কলাপ
গুঞ্জরিছে মধুকর মধুর প্রলাপ।
স্বরগ সুরভি সম
আঁখি হ'তে পরিমল ঝরে অনিবার
কথাগুলি প্রাণে মম
বাজিতেছে যেন আহা বীণার ঝঙ্কার
তাহারে হেরিয়া আমি নহি গো আমার।

কথা—শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর—শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তালি। ১ । ২ঃ (স্থা, স্ত, ভো) ৩ । ০ ॥
মাত্রা। ৪ । ৩ ৪ । ৩ ॥

স্থাঃ— সা নিঁ সা । রে+রে রে. রে ।
স্থাঃ— সৌ — — । ন্দ — র্য্য হে ।

গ্ গাঁ৩ । মা গাঁ মা মা । পা৩ । মা. গা মা২ ।
রি । য়া — — তা । র । সা —ধ্ হয় ।

২
পা ধা২ । র্নি৩ মা২ । র্নি ধা২ । পা২
তা র । সা থে । ক রি । তে

মা½ গা½ । মা৩ । গা½ মা½ পা½
আ — । লা । প — —

ধা½ মা½ পা½ + পা । মা½ গা½
— — — — । সো —

মা রে½ সা½ । রে২ রে রে ।
— — — । ন্ধ র্য্যে হে ।

রগা৩ । মা২ পা ধা । র্নি র্নি২ ।
রি । য়া সে যে । সু ধা ।

২ ২..............................
সা৩ নি । সা৩ । + সা২ পা ধা ।
র আ । ধা । —র সে যে ।

২
র্নি সা২ । ধ্নি পা২ পা । মা২ + মা½
সু ধা । র — আ । ধা —

গা½ । মা৪ । (স্থ):— পা পা২ । পা২
— । র । (স্থ):— কে শ । প

২..............................
ধা২ । নি নি২ । সা২ সা২ । সা সা
রে । শো ভে । কি বা । কু সু

২ ....

নি । সা৩ রে । সা নিঁ২ ধা½ নিঁ½

— । ম ক । লা — । প —

২

মা½ ধা½ নিঁ২ । ধা পা মা ।

— — — । কে শ — ।

২ ....

পা২ ধা২ । নি নি২ । সা২ সা২ ।

প রে । শো ভে । কি বা ।

.... ২ ....

সা নি২ । সা৩ রে । সা নিঁ২ ।

কু সু । ম ক । লা — ।

নিঁ৪ । নিঁ নিঁ২ । নিঁ২ নিঁ২ । ধ্নিঁ ধা২ ।

প । গু ঞ্জ । রি ছে । ম ধু ।

পা২ পা২ । প্ধা পা৩/২ গা½ । মা৩ গা ।

ক র । ম ধূ — । র প্র ।

মা৩ । গা½ মা½ পা½ ধঁা½ মা½ পা৩/২ ।

লা । প — — — — — ।

(স্থা-পু):-- মা½ গাঁ½ রে½ সা½ নিঁ½ সা½ ।

(স্থা-পু):-- সৌ — — — — — ।

সা২ সা সা । ম্গা৩ । মা৪ (ভো):--

স ধ্য হে । রি । মা । (ভো):--

সা সা১/২ র্নি২১/২ । সা৩ সা । রে রে রে ।
স্ব র — । গ স্থ । র ভি — ।

রে২ রে২ । গাঁ গাঁ২ । গাঁ২ গাঁ২ । গাঁ গাঁ২ ।
ম ম । আঁ খি । হ' তে । প রি ।

রে২ সা২ । সা সা২ । মা + মা সা গা ।
ম ল । স্ব রে । অ — নি — ।

মা৪ । মা মা২ । মা২ মা২ পা পা২ ।
বার । ক থা । গু লি । প্রা ণে ।

পা২ পা২ পা পা২ । পা২ ধা২ ।
ম ম । বা জি । তে ছে ।

২.................................
নি নি২ । সা২ সা২ সা সা নি ।
যে ন । আ হা । বী ণা — ।

২.................................
সা৩ রে । সা সা১/২ ধা১/২ । র্নি৪ । র্নি
র স্ব । স্কা — — । র । তাঁ

র্নি২ । র্নি৩ র্নি । ধ্র্নি ধা২ । পা২ পা২ ।
হা । রে হে । রি স্না । আ মি ।

প্ধা ধা২ । মা৩ গা । মা৩ । ম্গা১/২
ন হি । গো আ । মা । র

মা১/২ পা১/২ ধা১/২ মা১/২ পা১/২ । (স্থা-পূ):-
— — — — — । (স্থা-পূ):-

ম্গাঁ২	রেই	সাই	।	রে২	রে	রে	।	ম্গাঁ৩.	।	মা	গাঁ
সৌ	—	—	।	ন্দ	র্য্য	হে	।	র	।	—	—

মা	মা	।	পাঃ	॥	॥
—	তা	।	র	॥	॥

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পানীয় জল।

—:*০*:—

মানবগণের স্বাস্থ্যসংরক্ষণের প্রধান সামগ্রী পানীয় জল, সেই পানীয় জল স্থান ও ঋতুভেদে নানা প্রকার প্রাকৃত ও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যের শরীরে সুখের এবং অশান্তির উপকরণ হইয়া উঠে। পানীয় জল কি প্রকার গুণবিশিষ্ট এবং কি প্রকারই বা তাহা ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদজন্মদাতা নিখিল জ্ঞানশালী প্রাচীন ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

জলের অপর একটী নাম অমৃত; জলের অমৃত পর্য্যায়টী যথার্থই হইয়াছে, কারণ যে দ্রব্য ব্যতীত জীবগণ ক্ষণকাল জীবন ধারণে সক্ষম হয় না তাহার নাম অমৃত ভিন্ন আর কি হইতে পারে; বস্তুতঃ দেহের পক্ষে সেই অমৃতরূপী জল সেবন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তৃষাতুর ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে নির্ম্মল ও শীতল বারি সেবনে স্বর্গের সুখস্বরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন,—

পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাস্তদায়ত্তং হি জীবনং।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু নক্বচিদ্বারি বার্য্যতে॥
অন্নেনাপি বিনা জন্তুঃ প্রাণান্ ধারয়তে চিরং।
তোয়াভাবে পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥
তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যপ্রাণ বিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণং॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
তস্মাৎ জলমবশ্যং হি দাতব্যং ভেষজৈঃ সমং॥

পানীয় জল প্রাণীগণের প্রাণস্বরূপ; সেই জল দ্বারাই জীবগণ প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, সুতরাং সুস্থ অবস্থা হউক কিম্বা অসুস্থ অবস্থা হউক এবম্ভূত মহোপকারী বারি কখনই বন্ধ করা উচিত নহে, কারণ অন্নাহার ব্যতীত প্রাণী-গণ অনেক সময় পর্য্যন্ত জীবন ধারণে সক্ষম হয়। কিন্তু তৃষাতুর ব্যক্তি বারি ব্যতীত কখনই ক্ষণকালের জন্য জীবন ধারণে সক্ষম হয় না। প্রাণীগণের ভয়ঙ্করী পিপাসা সদ্য সদ্যই প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে; অতএব তৃষিত ব্যক্তিকে পানীয় জল সর্ব্বদাই পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আরও দেখিতে পাওয়া যায় অত্যন্ত তৃষাতুর ব্যক্তি পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হওয়ায় কাতর হইয়া মোহ প্রাপ্ত হয় এবং সেই অবস্থাতেই তাঁহার জীবন নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং এ রূপ অবস্থায় তৃষাতুর ব্যক্তি রোগী হইলে তাহাকে ঔষধের ন্যায় বারম্বার পানীয় জল দেওয়া বিধেয়, কদাচ জল নিবারণ করা উচিত নহে।

প্রাকৃত নির্ম্মল জলসেবনে যে প্রকার দেহের উপকার দেখিতে পাওয়া যায়, যান্ত্রিক জল সেবনে কখনই তদ্রূপ ফল পাওয়া সম্ভব নহে; সেই প্রাকৃত ধারাপতিত জলের নাম প্রশস্ত জল। শাস্ত্রে প্রশস্ত জলের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে

অগন্ধমব্যক্তরসং সুশীতং তর্ষনাশনং।
অচ্ছং লঘুচ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে॥

গন্ধবিহীন, ষড়রসাদিস্বাদযুক্ত হইলেও তাহা অনম্লমেয়, সুশীতল, পিপাসা-নাশক, নির্ম্মল, লঘু ও মনোহারী পানীয় জল বহুগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

জলমেকবিধং সর্ব্বং পতত্যৈন্দ্রংনভস্থলাৎ।

তৎ পতৎ পতিতং চৈব দেশকালাবপেক্ষতে॥
খাৎ পতৎ সোমবায়্বর্কৈঃ পৃষ্টং কালানুবর্ত্তিভিঃ।
শীতোষ্ণস্নিগ্ধ রূক্ষাদ্যৈর্যথাসন্নং মহীগুণৈঃ॥

সাধারণতঃ জল এক প্রকার, অর্থাৎ যখন নভস্থল হইতে জল পতিত হয় তখন ঐ জল সর্ব্বত্র সমান অবস্থায় পতিত হইয়া থাকে. উহা স্থানভেদে ও কাল বিশেষে গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া যায়। চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া উক্ত জলে স্বীয় গুণের অবস্থান্তর হয়, অর্থাৎ যে স্থানে পতিত হয় উক্ত স্থানের শীতলতা, উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা ও রূক্ষতা প্রভৃতি গুণের সহিত সংলগ্ন হওয়ায় তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

পানীয়ং মুনিভিঃ প্রোক্তং দিব্যং ভৌমমিতি দ্বিধা।
দিব্যং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং ধারজং করকাভবং॥
তৌষারঞ্চ তথা হৈমং তেষু ধারং গুণাধিকং।
ধারাভিঃ পতিতং তোয়ং গৃহীতং স্ফীতবাসসা॥
শিলায়াং বা সুধায়াং বা ধৌতায়াং পতিতঞ্চ যৎ।
সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে স্ফাটিকে কাচনির্ম্মিতে।
ভাজনে মৃন্ময়ে চাপি স্থাপিতং ধারমুচ্যতে॥
ধারনীরং ত্রিদোষঘ্নমনির্দ্দেশ্যরসং লঘু।
সৌম্যং রসায়নং বল্যং তর্পণং হ্লাদি জীবনং॥
পাচনং মতিকৃন্মূর্চ্ছা তন্দ্রাদাহশ্রমক্লমান্।
তৃষ্ণা হরতি তৎপথ্যং বিশেষাৎ প্রাবৃষি স্মৃতং॥

আর্য্যশাস্ত্রে ঋষিগণ বলিয়াছেন যে পানীয় জল দুই প্রকার দিব্য অর্থাৎ শূন্য হইতে পতিত ও ভৌম অর্থাৎ প্রস্রবণাদি হইতে উৎপন্ন। তাহার মধ্যে দিব্য পানীয় চারি প্রকার,—ধারাপতিত, করকোৎপন্ন, শিশিরজ, ও হিমসম্ভব। এই চারি প্রকার জলের মধ্যে ধারাপতিত জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা গৃহীত কিম্বা নির্ম্মল প্রস্তরপাত্রে পতিত জলকে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র অথবা কাচ নির্ম্মিত কিম্বা মৃন্ময় পাত্রে রাখিলে তাহাকে ধারজ পানীয় জল বলা যায়। ধারজ পানীয় জলে কোন রসের নির্দ্দেশতা নাই অর্থাৎ তাহাতে সকল রসেরই গুণ সমভাবে বিদ্যমান থাকে। ধারজ

পানীয় ত্রিদোষ দমন করে, উহা লঘু, শীতল, সর্ব্বদোষ নাশক, বলকারী, তৃপ্তিজনক ও হিতকারী। ধারজ পানীয় সকল প্রকার ভুক্ত বস্তুর পরিপাক করে এবং মনের প্রফুল্লতা জন্মাইয়া থাকে, মূর্চ্ছা তন্দ্রা দাহ শ্রম গ্লানি ও পিপাসা নষ্ট করিয়া থাকে। ধারজ পানীয় জলের মধ্যে বর্ষাকালের পানীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

দিব্যবায়্বগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎ পতন্তি যাঃ।
পাষাণখণ্ডবচ্চাপস্তাঃ কারক্যোঽমৃতোপমাঃ॥
করকাজং জলং রূক্ষং বিশদং গুরুচ স্থিরং।
দারুণং শীতলং সান্দ্রাং পিত্তহৃৎ কফ বাতকৃৎ॥

শূন্যমার্গে বায়ু ও বিদ্যুৎ দ্বারা ঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্তর সদৃশ কঠিণ খণ্ড খণ্ড যে দ্রব্য ভূমণ্ডলে পতিত হয় তাহার নাম করকা, এই করকা যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন উহা অমৃত গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। করকাজ পানীয় জল রূক্ষ, নির্ম্মল, গুরুপাক, অত্যন্ত শীতল ও ঘন; উহা সেবনে শরীরস্থ দূষিত পিত্তের প্রশমন হয় কিন্তু কফ ও বায়ুর প্রবলতা জন্মাইয়া থাকে।

তুষারস্তু হিমং রূক্ষং স্যাদ্বাতলমপিত্তলং।
কফোরুস্তম্ভকণ্ঠাগ্নি মেদোগণ্ডাদি রোগনুৎ॥

তুষার হইতে উৎপন্ন পানীয় জল শীতল ও রূক্ষগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, উহা সেবনে কফ ও পিত্ত নষ্ট হয় বটে কিন্তু শরীরে বায়ুর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। তুষার জল সেবনে উরুস্তম্ভ, গলরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও মেদরোগ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

হিমবচ্ছিখরাদিভ্যো দ্রবীভূয়াভির্বষতি।
যত্তদেব হিমং হৈমং জলমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
হিমাম্বু শীতং পিত্তঘ্নং গুরু বাত বিবর্দ্ধনং।
হিমন্তু শীতলং রূক্ষং দারুণং সূক্ষ্মমিত্যপি।
ন তদ্দূষয়তে বাতং নচ পিত্তং নবা কফং॥

হিমালয় প্রভৃতি উচ্চ গিরিশৃঙ্গে স্তূপাকার বহু কঠিন হিমরাশি জন্মাইয়া থাকে; সময়ে সময়ে ঐ কঠিন হিমরাশি দ্রবীভূত হইয়া জল উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতগণ ঐ জলকে হৈম জল বলিয়া থাকেন। হৈম জল শীতল, উহা সেবনে

দেহস্থিত কুপিত পিত্ত নষ্ট হইয়া যায় বটে কিন্তু বায়ুর আধিক্য জন্মাইয়া থাকে। হিম স্বভাবতঃ শীতল, গুরু' রূক্ষ ও স্থূলপরমাণুরহিত, উহাতে শরীরস্থ বায়ু পিত্ত কিম্বা কফের আধিক্য হয় না।

প্রস্রবণ বা নির্ঝর জল পান করিলে শরীরে স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। মুঙ্গেরের সন্নিকট সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে তাহার জল স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। সীতাকুণ্ডের জল সত্বর ও সুন্দররূপে সমুদয় ভুক্ত বস্তুর পরিপাক করে ও আগ্নেয়শক্তির বৃদ্ধি করে। সেই প্রকার পৃথিবীর নানা স্থানে শীত ও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহাদের জল তদ্দেশীয় জলের গুণানুরূপ হইয়া থাকে। নির্ঝর অর্থাৎ ঝরনার জলও অত্যন্ত উপকারী। পশ্চিম প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশে স্থানে স্থানে সচরাচর ঝরনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জল বড়ই সুমধুর ও পাচক, শাস্ত্রে ঋষিগণ বলিয়াছেন—

শৈলসানুস্রবেদ্বারি প্রবাহো নির্ঝরোঝরঃ।
সতু প্রস্রবণশ্চাপি তত্রত্যং নৈর্ঝরং জলং।
নৈর্ঝরং রুচিকৃন্নীরং কফঘ্নং দীপনং লঘু।
মধুরং কটুকং পাকে বাতলং স্বাদপিত্তলং।

পর্ব্বত কন্দর হইতে প্রবাহিত জলকে নির্ঝর জল কহে, উহা সেবনে রুচি অগ্নি বৃদ্ধি করে। নির্ঝর জল লঘু, মধুরগুণবিশিষ্ট, এবং পাকে কটুতা গুণযুক্ত লক্ষিত হয়। উহা দেহের কুপিত কফ নষ্ট করে এবং পিত্তের সমতা রাখিয়া কিঞ্চিৎ বায়ুর আধিক্য জন্মাইয়া থাকে।

বাপি কূপ ও বিকির প্রভৃতি নানা স্থানে নানা প্রকার পানীয় জল থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রত্যেক স্থানের জল স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্থানভেদে পানীয় জলের গুণের বিশেষ তারতম্য হইয়া যায়, সেই জন্য ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কূপ প্রভৃতির পানীয় জল সর্ব্বত্র সমান হয় না। এ প্রদেশে অনেক কূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উক্ত কূপের জল পশ্চিম প্রভৃতি স্থানের কূপের পানীয় জল অপেক্ষা অনেকাংশে গুণে নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, উহার প্রধান কারণ উভয় কূপের স্থানভেদ মাত্র। পশ্চিম প্রভৃতি স্থানের কূপজল অতীব উৎকৃষ্ট, সুমধুর শান্তিজনক ও পাচক। কিন্তু সেই এক স্থানের উভয় কূপের পানীয় জলের অবশ্য গুণান্তর

হইয়া থাকে না বটে কিন্তু স্বাদান্তর পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রধান কারণ অত্রস্থ উভয় কূপের জল সমগুণবিশিষ্ট মৃত্তিকার উপর না থাকায় এই প্রকার আস্বাদনের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

নদীসরস্তড়াগস্থে কূপ প্রস্রবণাদিজে।
উদকে দেশভেদেন গুণান্ দোষাংশ্চ লক্ষয়েৎ॥

নদী, সরোবর, তড়াগ, কূপ এবং প্রস্রবণাদির পানীয় জল দেশভেদে তথাকার মৃত্তিকার দোষ ও গুণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া তদ্রূপ গুণান্তর প্রাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত।

কাঁচা আমের ফকিয়া।

উপকরণ।—কাঁচা আম পঁচিশটা (ওজনে প্রায় সাড়ে তিন সের), আকের গুড় দুই সের, শুক্না লঙ্কা এক পোয়া, নুন প্রায় এক ছটাক, কালো-জীরা সাড়ে চার তোলা, মৌরী আধ ছটাক, মেতি আধ ছটাক।

প্রণালী।—সকালে আমগুলির খোসা ছাড়াইয়া চার ফালি করিয়া কাটিয়া ধোও এবং চালুনির উপরে একবার আমগুলি শুকাইতে দাও। ইহাতে জল ঝরিয়া গিয়া সমস্ত আমগুলি শুকাইয়া যাইবে। এক ছটাক শুক্না লঙ্কা রৌদ্রে দাও। কালজীরাগুলি এক বাটী জলে ফেলিয়া ধোও এবং ছাঁকিয়া তোল, তাহা হইলে মাটী বালি ইত্যাদি জলের নীচে পড়িয়া যাইবে। মৌরী ঝাড়িয়া বাছিয়া রাখ। মেতিগুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া একবার রৌদ্রে দাও।

দেড় তোলা কালজীরা, আধছটাক মৌরী, ও আধ ছটাক মেতি মিশাইয়া তিন ফোড়ন তৈয়ারি কর। তৎপরে এই তিন ফোড়নকে দুই ভাগে বিভক্ত

কর। অর্দ্ধেকগুলি কাঠখোলায় চমকাইয়া * লও ও এগুলি আস্ত রাখ। আর বাকী অর্দ্ধেকগুলি কাঁচাই অর্থাৎ কাঠখোলায় না ভাজিয়াই আধকোটা কর। যে এক ছটাক শুকা লঙ্কা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল সে গুলির বোঁটা ছাড়াইয়া পিষিয়া গুঁড়া কর। আর বাকী তিন ছটাক লঙ্কার বোঁটা খুলিয়া সব বীচি বাহির করিয়া ফেল।

একটি মাটীর গামলা বা কাষ্ঠপাত্র আনিয়া রাখ। তাহাতে গুড় ঢাল। হাত দিয়া গুড়ের ডেলাগুলা ভাঙ্গিয়া দাও। তার পরে উহাতে আস্ত ভাজা মশলা, সব কোটা মশলাটুকু ও লঙ্কা গুঁড়া, বাকী যে তিন তোলা কালজীরা আছে সে গুলো সমস্ত, এবং সব নুনটুকু মিশাও। পরে আস্ত লঙ্কাগুলি এবং আমগুলি মিশাও। বারদিন ক্রমাগত রৌদ্রে দিতে হইবে। প্রতিদিন রৌদ্রে বাহির করিয়া দিবার সময় একবার করিয়া নাড়িয়া দিবে। আমের জল বাহির হইয়া আবার সেই জল শুকাইয়া যাইবে। তারপরে সেই গুড় আমের গায়ে লাগিলে তবে বুয়েমে তুলিয়া রাখিবে। এ আচার অনেক দিন থাকে, খারাপ হয় না।

ভোজন বিধি।—ইহা বড় রুচিকর। ভাতের সঙ্গে বা লুচি, কচুরি ইত্যাদি নিমকির সঙ্গে খাইতে বড়ই ভাল।

ব্যয়।—কাঁচা আম তিন আনা, গুড় পাঁচ আনা, লঙ্কা চার পয়সা, মশলাও তিন চার পয়সা। দশ আনার ভিতর হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

ছানার মজা।

উপকরণ।—ছানা তিন ছটাক, ডেলাক্ষীর এক ছটাক, চিনি দেড় ছটাক, ঘি দেড় ছটাক, বাদাম দশটা, পেস্তা পনরটা, গোলাপজল এক মাঝারি চামচ বা চা চামচের দুই চামচ, মালাইসর এক পোয়া।

---

* শুকনা খোলায় বা ভাওরায় ঈষৎ ভাজিয়া লওয়াকে কাঠখোলায় চমকান বলে।

প্রণালী—একটি কড়াতে ঘি চড়াও। ঘি গরম হইলেই তাহাতে ডেলাক্ষীর হাতে আধ-গুঁড়া করিয়া ছাড়িয়া ভাজ। একটু লাল্‌চে রং হইতেছে দেখিলেই ক্ষীর নামাইয়া আলাদা পাত্রে উঠাইয়া রাখিবে। তার পরে ছানাটুকু চটকাইয়া ঘিয়ে ছাড়। ছানা নাড়া চাড়া কর'; আর ক্রমে ক্রমে চিনি দাও। খুন্তি বা চামচ দিয়া মিশাইতে থাক। সব চিনিটা দেওয়া হইয়া গেলে যখন দেখিবে, ছানার রং ঈষৎ বাদামী হইয়া আসিতেছে, চিনিও মিশিয়া আসিয়াছে, এবং ঘি বুড় বুড় করিয়া ফুটিতেছে; তখন ভাজা ডেলাক্ষীর ছাড়িয়া খুন্তি দিয়া মিশাইয়া ফেলিবে। ডেলাক্ষীর ছাড়িবার তুতিন মিনিট পরে কড়া নামাইতে হইবে। সর্ব্বশুদ্ধ মিনিট পনের সময় লাগিবে। পরে বাদাম ও পেস্তাকুচি গোলাপজল মিশাইয়া দাও।

এখন একটি পাত্রে প্রথমে অর্দ্ধেকগুলি মালাইসর বিছাইয়া দাও, তাহাতে উপরোক্ত ছানার প্রস্তুত সামগ্রীটী ঢালিয়া দাও এবং আবার উপরে মালাই দিয়া ঢাকিয়া দাও। তার পরে ইচ্ছামত বাদাম ও পেস্তাকুচি দিয়া সাজাইতে পার।

ভোজনবিধি।—ইংরাজীখাবারে পুডিংয়ের বদলেও চলিতে পারে।

ব্যয়।—ছানা তুই আনা, ক্ষীর চার পয়সা, চিনি তিন পয়সা, ঘি তুপয়সা, বাদাম এক পয়সা, পেস্তা তুপয়সা। গড়ে প্রায় ছয় আনা খরচ লাগিবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

পাঁটার দমেঘণ্ট।

উপকরণ।—কচি পাঁটার মাংস এক সের, দই আধ সের, ছোট এলাচ চারিটা, জায়ফল আধখানা, লঙ্গ আটটা, দারচিনি তুই টুকরা, লঙ্কা চারিটা, ধনে গুঁড়া এক তোলা, হলুদ গুঁড়া আধ তোলা, চিনি আধ তোলা, ঘি এক পোয়া, জল আধ পোয়া, নুন প্রায় পোন তোলা।

প্রণালী। বেশ কচি দেখিয়া পাঁটার এক সের ওজনের একটি লেগ (পা) আন। ছোকার আলু যেমন করিয়া বানায় সেইরকম মাংসটাকে খণ্ড

খণ্ড করিয়া কাট। মাংস ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল। দুটি ছোট এলাচ, দারচিনি সিকি তোলা, জায়ফল আধখানা, লঙ্গ দুতিনটি লইয়া একত্রে গুঁড়া করিয়া রাখ। চারিটি শুকালঙ্কা গুঁড়া করিয়া রাখ।

এবারে একটি গাঢ় পাত্রে মাংসগুলির সহিত দই, আস্ত ও গুঁড়া গরমমশলা, লঙ্কা, হলুদ ও ধনের গুঁড়া, চিনি, নুন, ঘি সব একত্রে মাখ। ঢাকিয়া রাখ। প্রায় দশটার সময় ভিজাইয়া রাখিয়া চারিটা কি পাঁচটার সময় বৈকালে অর্থাৎ প্রায় ছয়ঘণ্টা পরে মাংসটা বেশ মজিয়া গেলে রাঁধিতে হইবে। একটি হাঁড়িতে এই দই ও মশলামাখা মাংস ঢালিয়া তাহাতে আর আধপোয়া জল দিয়া হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দাও। কাঠের কয়লার আগুণে হাঁড়ি দমে বসাইয়া দাও। ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে হইয়া যাইবে। দেখিবে সব জল মরিয়া গিয়া কেমন ঘিয়ের উপরে মাংস ভাসিতেছে।

ভোজন বিধি।—ইহা ইংরাজী খাবারে কারীর বদলে চলিতে পারে। বাঙ্গলা খাবারে গরম লুচি বা রুটীর সহিত খাইতে বেশ লাগে।

ব্যয়।—মাংস ছয় আনা, দই দুই আনা, ঘি চার আনা, মশলা প্রভৃতি তিন চার পয়সা।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

গৃহীর জ্ঞাতব্য বিষয়।

অদৃশ্য কালি।

ডাইলিউটেড্ সল্ফিউরিক্ এ্যাসিডে নূতন নূতন কলমের দ্বারা পত্র লিখিয়া অগ্নির উত্তাপ দিলে কাল বর্ণের লেখা বাহির হইবে।

দুগ্ধ অধিক দিন রাখিবার উপায়।

সাড়ে তিন সের পরিমাণ দুগ্ধে এক চামচ মিশ্র সলফেট্ অব সোডা মিশ্রিত করিয়া রাখিলে উহা অনেক দিবস পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে। উহার আস্বাদনের বা রংয়ের কোনই তারতম্য হয় না।

বস্ত্রাদি সুগন্ধী করণ ও কীট হইতে রক্ষা করণ।

উনানে রাখিয়া শুষ্ক করা লবঙ্গ, সিডার (বিলাতী বৃক্ষ বিশেষ) এবং রেউচিনির কাষ্ঠ প্রত্যেকে এক আউন্স পরিমাণ লইয়া একত্রে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া রাখিবে। পরে যে সিন্দুকে বা ড্রয়ারে বস্ত্রাদি থাকে, তাহাতে ছড়াইয়া দিলে উত্তম সুগন্ধযুক্ত হইবে। বিশেষতঃ এরূপ করিলে বস্ত্রাদি কীট দ্বারা নষ্ট হইবে না। তা ছাড়া যে সিন্দুকে, ট্রাঙ্কে বা আলমারিতে পশমী বস্ত্রাদি থাকে, তাহাতে স্পিরিট অব টার্পেণ্টাইন্ ছিটাইয়া দিলে কিম্বা ঐ আরকে খণ্ড খণ্ড কাগজ ভিজাইয়া বস্ত্রাদি প্যাকেটের মধ্যে রাখিলে কীট দ্বারা নষ্ট হইবে না।

ফুল তাজা রাখিবার উপায়।

লবণাক্ত বা কোয়াসা মিশ্রিত জল কোন পাত্রে রাখিয়া ফুলের বোঁটাটী তাহাতে ডুবাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত উহা তাজা থাকে।

একবার লিখিয়া তিন চারি খানি কাপি প্রস্তুতের উপায়।

ব্লাক লেড নামক ঔষধ কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা একখানি সাদা কগজে মাখাইবে। পরে শুষ্ক হইলে, ঐ কাগজ অন্য কোন সাদা কাগজের নীচে থাক্ থাক্ সাজাইয়া তাহার উপরের কাগজ খানিতে লিখিলে এক কালে তিন চারি খানি কাগজে লেখা হইবে।

শ্রীরজনীকান্ত বসু।

২২১—